Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

কাজের খবরে ১ নম্বর
কর্মক্ষেত্র
কলকাতা শহরে
সর্বাধিক পঠিত কর্মপত্রিকা
Source: Average Issue Readership, IRS 2017

কর্মক্ষেত্র

ISSN 0971-7765

www.ekarmakshetra.com

বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

বর্ষ ৪০ সংখ্যা ২৮ কলকাতা বুধবার, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০/১ ২১ মাঘ ১৪২৬ দাম ৫.০০ টাকা ২৪ পাতা R. N. 37120/80

জীবিকার আটঘাট
...পৃঃ ৯-১৬

পূর্ব রেলে ২৭৯২ তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং

বিভিন্ন ট্রেডে ২,৭৯২ জন তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে পূর্ব রেল। অ্যাপ্রেন্টিসশিপ অ্যাক্ট, ১৯৬১ এবং অ্যাপ্রেন্টিসশিপ রুলস, ১৯৯২ অনুসারে হাওড়া ডিভিশন, শিয়ালদহ ডিভিশন, মালদা ডিভিশন, আসানসোল ডিভিশন, কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপ, লিলুয়া ওয়ার্কশপ ও জামালপুর ওয়ার্কশপে ট্রেনিং দেওয়া হবে ফিটার, মেশিনিস্ট, ওয়েল্ডার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক-সহ বিবিধ ট্রেডে। এই ট্রেনিংয়ের নোটিশ নম্বর RRC-ER/Act Apprentices/2019-20.

ডিভিশন/ওয়ার্কশপ অনুসারে আসনসংখ্যার বিন্যাস: হাওড়া ডিভিশন: ফিটার: ২৮১টি (সাধারণ ১০০, তফসিলি জাতি ৪৪, তফসিলি উপজাতি ২৫, ও বি সি ৭৮, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩৪)। এর মধ্যে ১২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৯টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। **ওয়েল্ডার:** ৬১টি (সাধারণ ২৭, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫)। এর মধ্যে ৩টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। **মেকানিক (মোটর ভেহিক্যল):** ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। **মেকানিক (ডিজেল মেকানিক):** ১৭টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। **ব্ল্যাকস্মিথ:** ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। **মেশিনিস্ট:** ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। **কার্পেন্টার:** ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। **পেইন্টার:** ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। **লাইনম্যান (জেনারেল):** ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। **ওয়্যারম্যান:** ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। **রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এ সি মেকানিক:** ৮টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)। **ইলেক্ট্রিশিয়ান:** ২২০টি (সাধারণ ৮১, তফসিলি জাতি ৩৪, তফসিলি উপজাতি ১৯, ও বি সি ৬১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২৫)। এর মধ্যে ১০টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৭টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। **মেকানিক মেশিন টুল মেইন্টেন্যান্স:** ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ২)।

শিয়ালদহ ডিভিশন: ফিটার: ১৮৫টি (সাধারণ ৭৫, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি উপজাতি ১৪, ও বি সি ৫০, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১৮)। এর মধ্যে ৭টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৬টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। **ওয়েল্ডার:** ৬০টি (সাধারণ ২৫, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৬)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। **ইলেক্ট্রিশিয়ান:** ৯১টি (সাধারণ ৩৬, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ৭, ও বি সি ২৫, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৯)। এর মধ্যে ৪টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। **লাইনম্যান:** ৪০টি

এরপর বাইশের পাতায়

ভেতরের পাতায়

বিজ্ঞাপন সংস্থায় বিবিধ চাকরির সুযোগ

খবরের কাগজ থেকে ওয়েবসাইট, টেলিভিশন থেকে হোর্ডিং, যেদিকে চোখ যায় বিজ্ঞাপন আর বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করার একটাই শর্ত— ক্রিয়েটিভিটি বা সৃষ্টিশীলতা। যে-কোনও বিভাগে স্নাতক হয়ে আগ্রহীরা বিজ্ঞাপন সংস্থায় আবেদন করতে পারেন। ...পৃঃ ৯

আতিথেয়তা শিল্পে কেরিয়ার

হসপিটালিটি অ্যান্ড হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-সংক্রান্ত ডিগ্রি কোর্স পড়তে পারেন উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাশ ছাত্রছাত্রীরা। দিতে হবে একটি সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা। এ বছরের পরীক্ষা ২৫ এপ্রিল। অনলাইন আবেদন করা যাচ্ছে এখনই। ...পৃঃ ১৪

ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজমেন্টে ভর্তি চলছে

...পৃঃ ৯

নার্সিং ও প্যারামেডিক্যাল কোর্স পড়ে গড়ুন কেরিয়ার

বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছাত্রছাত্রীরা দিতে পারেন জেনপাস। উত্তীর্ণরা পড়তে পারেন নার্সিং, ফিজিওথেরাপি, অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি ইত্যাদি স্বাস্থ্যপরিষেবা-সংক্রান্ত স্নাতক কোর্স। জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনস বোর্ড দ্বারা পরিচালিত এই পরীক্ষা নেওয়া হবে ১০ মে। আবেদন করতে পারেন এখনই। ...পৃঃ ১০

ফরেস্ট ও সিভিল সার্ভিসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ৩১ মে

কেন্দ্রীয় সরকারের সবচেয়ে বড় দুই চাকরির পরীক্ষা সিভিল সার্ভিস এবং ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস এক্সামিনেশনের জন্য প্রার্থীদের একটিই প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার নাম 'সিভিল সার্ভিসেস (প্রিলিমিনারি) এক্সামিনেশন'। এ বারের 'সিভিল সার্ভিসেস (প্রিলিমিনারি) এক্সামিনেশন, ২০২০' নেওয়া হবে ৩১ মে। পরীক্ষা পরিচালনা করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। দরখাস্ত করা যাবে ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ পর্যন্ত।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটি শুধুমাত্র সিভিল সার্ভিসের জন্য অথবা শুধুমাত্র ফরেস্ট সার্ভিসের জন্য অথবা উভয় সার্ভিসের জন্যই দেওয়া যাবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফলরা সিভিল সার্ভিসেস (মেন) অথবা ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস (মেন) অথবা উভয় পরীক্ষায় বসার জন্যই দরখাস্ত করতে পারবেন। মেন পরীক্ষাগুলির বিজ্ঞপ্তি জারি হবে সিভিল সার্ভিসেস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর। মেন পরীক্ষায় সফল হলে ইন্টারভিউ। তাতে সফল হলে ভারত সরকারের সেরা প্রশাসনিক পদগুলিতে চাকরি হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে যে-কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে অন্তত একটি বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট: অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স, বটানি, কেমিস্ট্রি, জিওলজি, ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, জুলজি। এগ্রিকালচার, ফরেস্ট্রি এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটরাও ফরেস্ট সার্ভিসের জন্য আবেদন করতে পারেন। উভয় সার্ভিসের ক্ষেত্রেই ফাইনাল ইয়ার বা সেমেস্টারের

এরপর বাইশের পাতায়

স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ায় ২৯৯

ল্যাব টেকনিশিয়ান, নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট-সহ বিভিন্ন পদে ২৯৯ জনকে নেবে স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া। প্রাথমিকভাবে ২ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে কলকাতা, লখনউ, বেঙ্গালুরু-সহ দেশের বিভিন্ন শহরে। ভালো কাজের নিরিখে চুক্তির মেয়াদ আরও ২ বছরের জন্য বাড়ানো হতে পারে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 1(3)/SAI/S.S.A./2019-2020.

শূন্যপদের বিবরণ: **ল্যাব টেকনিশিয়ান-নন-মেডিক্যাল (গ্রেড টু):** ২৩টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রনিক্স বা ইনস্ট্রুমেন্টেশনে ডিপ্লোমা। বয়স: ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন: প্রতি মাসে ৩৫,০০০ টাকা।

ল্যাব টেকনিশিয়ান-মেডিক্যাল ল্যাবস (গ্রেড ওয়ান): ১২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা, সঙ্গে কোনও হাসপাতাল বা ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে অন্তত ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স: ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন: প্রতি মাসে ২৫,০০০ টাকা।

নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রেড ওয়ান): ৩৬টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নার্সিংয়ে ডিপ্লোমা, সঙ্গে কোনও হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স: ৩৫ বছরের মধ্যে

এরপর তেইশের পাতায়

কেন্দ্রীয় সংস্থায় চাকরি

৫২ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট জিওফিজিসিস্ট, সায়েন্টিস্ট (বি), সিনিয়র ডিভিশনাল মেডিক্যাল অফিসার, সিস্টেম অ্যানালিস্ট, স্পেশ্যালিস্ট (গ্রেড-থ্রি) লেকচারার (ইংলিশ) এবং ভেটেরিনারি অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থায়। এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর: ০২/২০২০। প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জিওফিজিসিস্ট: শূন্যপদ ১৭টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১। এর মধ্যে ৪টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত হবে। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। বেতন: সপ্তম বেতন কমিশনের লেভেল-এইট অনুসারে। নিয়োগ হবে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ায়।

সায়েন্টিস্ট-বি (জিওফিজিক্স): শূন্যপদ ২টি (সাধারণ ১, ও বি সি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত হবে। বয়স: ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন: সপ্তম বেতন কমিশনের লেভেল-টেন অনুসারে। নিয়োগ হবে কেন্দ্রীয়

এরপর তেইশের পাতায়

ইরকন ইন্টারন্যাশনালে

অ্যাপ্রেন্টিস

সিভিল এবং ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ৭৩ জন তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে ইরকন ইন্টারন্যাশনাল। ১ বছরের ট্রেনিং দেওয়া হবে পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই ট্রেনিংয়ের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: A 01/2020.

আসনসংখ্যার বিবরণ: গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস: ৩৯টি। শাখানুসারে আসনসংখ্যা: সিভিল: ৩২টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৫)। ইলেক্ট্রিক্যাল:

এরপর তেইশের পাতায়

হিন্দুস্তান কপারে ১৫৪ তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং

১৫৪ জন তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে হিন্দুস্তান কপার। সংস্থার ক্ষেত্রী কপার কমপ্লেক্সে অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুসারে ট্রেনিং দেওয়া হবে। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ১ থেকে ৩ বছর। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই ট্রেনিংয়ের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: HCL/KCC/HR/Trade Appt/3/2019.

ট্রেড অনুসারে আসনবিন্যাস: মেট (মাইনস): ৩০টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ৩ বছর। **ব্লাস্টার (মাইনস):** ৩০টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩)। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ২ বছর।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উভয় ক্ষেত্রেই মাধ্যমিক বা সমতুল।

ফিটার: ২৫টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ৫, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩)। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ: ১ বছর।

টার্নার: ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ১)। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ: ১ বছর।

ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই): ১৫টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ: ১ বছর।

ইলেক্ট্রিশিয়ান: ৩০টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩)। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ: ১ বছর।

ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক: ৬টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ: ১ বছর।

ড্রাফটসম্যান (সিভিল): ৩টি (সাধারণ ২, ও বি সি ১)। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ: ১ বছর।

মেকানিক ডিজেল: ১০টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ: ২ বছর।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমতুল। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে এন সি ভি টি স্বীকৃত আই টি আই কোর্স পাশ। ২০১৬ সালের আগে যাঁরা আই টি আই কোর্স পাশ করেছেন, তাঁদের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পপেপারে ম্যাজিস্ট্রেট বা নোটারি পাবলিকের স্বাক্ষর সংবলিত এফিডেভিট জমা দিতে হবে এই মর্মে যে, তাঁরা কোনও অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং নেননি বা পূর্বে কোনও চাকরিও করতেন না। উচ্চতর যোগ্যতা গ্রাহ্য হবে না।

বয়স: ২৮-১-২০২০ তারিখে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সি-রা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে।

এরপর বাইশের পাতায়

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

কর্মক্ষেত্র
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: (০৩৩) ২২৮৩-২৩২০
ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৭-৬৪৪৮
Website: www.swarnakshar.in
বর্ষ ৪০ সংখ্যা ২৮ □ ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০

ই-মেল ঠিকানা
সম্পাদকীয় বিভাগ:
karmakshetra@swarnakshar.in
বিজ্ঞাপন বিভাগ:
swarnakshar.prakasani@gmail.com

কর্মখালি

SBI / HDFC / UCO / YES BANK-এ KYC/ DOC ভেরিফিকেশন কাজে স্মার্ট বাংলাভাষী MF (18-36) সরাসরি নিয়োগ। বেতন: 11,484/- – 35,735/- (PF + ESI + Inc). W2C, Kol-56. বেলঘরিয়া / ব্যারাকপুর: 83348-59516, বেহালা / ধর্মতলা: 62892-51870, বিধাননগর / হাওড়া: 90513-83837 গড়িয়া / টালিগঞ্জ: 62911-81432.

□

প্রতিটি জেলায় Pvt হসপিটাল, নার্সিং হোম, শপিং মলে কাজের জন্য M/F চাই। বেতন: 11,500/- – 18,500/-. (M): 78727-52502, M.J.S., Kol-9.

□

JIO, VODA এবং SBI BANKING

বাংলা কাস্টঃ কেয়ারে MP-Graduate (18-35) অভিজ্ঞ/ অনভিজ্ঞ M/F স্পট জয়েনিং চলছে। বেতন: 12,850/- + থাকার সুব্যবস্থা। প্রয়োজনে অনভিজ্ঞদের ট্রেনিং অন্তে জয়েনিং। হেড অফিস: 73658-34373 দমদম: 84206-66060 গড়িয়া: 90020-33880. IIFA, Kol-28.

□

এয়ারপোর্ট ও Pvt ব্যাঙ্কে জব

সরকারি স্ট্যাম্প পেপারে লিখিত-সহ Airport ও ব্যাঙ্কে বিভিন্ন অফিসিয়াল পদে M/F নিয়োগ চলছে। যোগ্যতা: ৮ম-স্নাতক। বেতন: 17,200/- – 45,900/-, PF, ESI, OT-সহ অন্যান্য ব্যবস্থা। S. R. C. Pvt. Ltd, Kol-1. 96148-53426.

□

SBI/Naptol/Vodafone কাস্টঃ কেয়ারে বাংলা ভাষা জানা M/F সরাসরি নিয়োগ চলছে। যোগ্যতা: মাধ্যমিক-স্নাতক। বেতন: INC + OT-সহ 12,800/-, Z. M. Group, Salt Lake, Sec-V, Kol-91. M: 96744-97493.

□

সরাসরি কর্মী নিয়োগ

প্রতিটি জেলায় ATM গার্ড, টাওয়ার Co, নার্সিং হোম, Pvt. হাসপাতাল, Co-তে কর্মী নিয়োগ চলছে। বেতন: (12,500/- – 18,500/-). M.J.S., Kol-9, (M): 89728-69872.

□

আর্জেন্ট ভ্যাকান্সি

সম্পূর্ণ গ্যারান্টি সহকারে দমদম Airport-এ সরাসরি কন্ট্রাক্টরের অধীনে M/F নিয়োগ চলছে। যোগ্যতা: ৮ম/স্নাতক, বেতন: 18,000/- – 42,900/- থাকা খাওয়া ফ্রী-তে। বয়স: 18-42, S.J.S, বিধাননগর, কলি-64. (M): 75518-35027.

□

কর্মক্ষেত্রর আগামী সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে ৮ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টো পর্যন্ত।
□□□
১৯ ফেব্রুয়ারি **কর্মক্ষেত্র**র জন্য বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টো পর্যন্ত।
□□□
বিজ্ঞাপন গ্রহণের সময়
রবিবার বাদে প্রতিদিন
সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ২টো।

কর্মখালি

GUARANTED JOB

Pvt. ব্যাঙ্কে চাকরি, ব্যাঙ্কের Payroll ও ব্যাক অফিস PF + ESI (MP-MA), হাওড়া ও হুগলি: 70443-81672 শ্রীরামপুর ও ব্যান্ডেল: 86976-16060 ব্যারাকপুর ও ডানলপ: 74497-02185 নৈহাটি ও কল্যাণী: 86975-95918 বনগাঁ ও দমদম: 84208-88113/ [N. C.]

□

BSNL/VODA/JIO 4G

কাস্টমার কেয়ারে (10-6 PM) রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে (মাধ্যমিক-M.A) অভিজ্ঞ/অনভিজ্ঞ M/F সরাসরি নিয়োগ চলছে। বয়স: (18-38), Sal: 13,500/- – 48,900/- + PF + ESI + মেস। IING, Kol-108. বেহালা: 96742-56755, উঃ/দঃ ২৪ পরগনা: 93308-35785.

□

স্টার হোটেলে 6 - 17,500/-

রেজিঃ ফি ছাড়াই লিখিত গ্যারান্টি-সহ স্টার হোটেলে স্থায়ী চাকরি। থাকা-খাওয়া সম্পূর্ণ ফ্রি + অন্যান্য সুবিধা। ছেলে ও মেয়ে চাই। Golden Future Academy, মহানাদ, হুগলি, 99322-25700.

□

কন্ট্রাক্টারের অধীনে সরাসরি দমদম Airport ও মেট্রোতে 147 জন কর্মী চাই

গভঃ লাইসেন্সপ্রাপ্ত Office-এ বিনা ডোনেশনে M/F নিয়োগ চলছে। যোগ্যতা: ৮ম-স্নাতক। বেতন: 17,500/- – 48,300/-, PF, ESI, OT-সহ থাকা খাওয়া ফ্রীতে। B. S., দমদম, Kol-74. (M): 86957-26932.

□

সরাসরি নিয়োগ

জেলাভিত্তিক চাকরি। নামসই-স্নাতক। বেতন: 16,500/- – 24,500/- অফিস স্টাফ, S/V, স্টোরকিপার, ব্যাঙ্ক (DSA)-তে, লেবার পিওন, ATM-এ M/F চাই। D. J. S: 18/3, ব্র্যাবোর্ন Rd, Kol-01. M: 97321-07900.

□

দমদম Airport ও মেট্রোতে কন্ট্রাক্টরের অধীনে পার্মানেন্ট চাকরি

সম্পূর্ণ বিনা ডোনেশনে গ্যারান্টি-সহকারে বিভিন্ন অফিসিয়াল পদে M/F নিয়োগ চলছে। যোগ্যতা: ৮ম-স্নাতক। বেতন: 18,300/- – 42,700/-. PF, ESI, OT-সহ থাকা খাওয়া সম্পূর্ণ ফ্রী। S.C. Pvt. Ltd., দমদম, Kol-74, M: 97320-36474.

□

বিবিধ শূন্যপদ- জব গ্যারান্টি

সম্পূর্ণ বিনা ডোনেশনে Airport, মেট্রো ও ব্যাংক (DSA)-তে কন্ট্রাক্টরের অধীনে M/F নিয়োগ চলছে। যোগ্যতা: ৮ম/স্নাতক, বেতন: 17,600/- – 48,700/-, থাকা খাওয়া ফ্রী-তে। M: 94337-27137. (G. C).

□

আর্জেন্ট রিক্রুটমেন্ট

সরকারি নিয়ম অনুসারে স্ট্যাম্প পেপারে লিখিত-সহ কন্ট্রাক্টরের অধীনে মেট্রোরেল ও ব্যাঙ্কে সরাসরি কর্মী নিয়োগ চলছে। বয়স: ১৮-৪৫, যোগ্যতা: ৮ম-স্নাতক। বেতন: ১৮,৬০০/- - ৪৭,২০০/-, OT + PF + ESI ও থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। KER, সোদপুর স্টেশন, কলি-১১০। M: 98605-94752.

□

কর্মখালি

আর্জেন্ট ভ্যাকান্সি

সম্পূর্ণ বিনা ডোনেশনে Airport, মেট্রো ও ব্যাঙ্কে (DSA)-তে কন্ট্রাক্টারের অধীনে M/F নিয়োগ চলছে। যোগ্যতা: ৮ম-স্নাতক। বেতন: 17,800/- – 48,700/-. থাকা খাওয়া সম্পূর্ণ ফ্রী। Dum Dum Rd, Kol-74, SJS, M: 83439-38078.

□

Jio/SBI/Amazon কাস্টঃ কেয়ারে বাংলাভাষী M/F সরাসরি নিয়োগ চলছে। যোগ্যতা: MP-Graduate বেতন: INC + OT-সহ 12,800/-, Z.M.S., Salt Lake, Sec-V, Kol-91. M: 96740-15515.

□

এয়ারপোর্ট, মেট্রো ও ব্যাঙ্কে সরকারি কন্ট্রাক্টরের অধীনে 7 দিনে স্পট জয়েনিং

Govt RL-5389 কোনও ডোনেশন ছাড়াই Airport ও মেট্রোতে M/F নিয়োগ চলছে। যোগ্যতা: ৮ম/স্নাতক। বেতন: 17,400/- – 48,300/-. থাকা খাওয়া ফ্রী, S. C. Pvt. Ltd, C.I.T. Rd, Kol-54. M: 73191-75488.

□

3-5 স্টার হোটেলে স্থায়ী কাজ

Salary: 10700/- – 19900/- থাকা-খাওয়া Free. Acropolis Mall, Kol-107. Sonar Bangla : 086977-55628.

□

বহু পুরাতন সংস্থা Govt. Regd. Office

জরুরী ভিত্তিতে কন্ট্রাক্টারের অধীনে মেট্রোরেল ও এয়ারপোর্টে কর্মপ্রার্থী নিয়োগ। সম্পূর্ণ বিনা ডোনেশনে। যোগ্যতা: নামসই-স্নাতক, বেতন: 16,700/- – 34,500/-. PF, ESI, OT-সহ থাকা খাওয়া ও বোনাসে সুবিধা আছে। শীঘ্রই যোগাযোগ করুন: P. E, কলি-56. M: 96472-60375.

□

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সরাসরি নিয়োগ

পঃ বঃ 23টি জেলায় Pvt নার্সিং হোম হসপিটাল-এ কর্মী নিয়োগ চলছে। বেতন: 11,400/- – 19,500/-. G. E, 11C, RBL, Kol-09. M: 78726-66501.

স্কুল-কলেজ শিক্ষা

ভারত সরকার স্বীকৃত নার্সিং ট্রেনিং কলেজ (বালিগঞ্জ)-এ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

'2 Years BSS প্র্যাক্টিক্যাল নার্সিং ট্রেনিং' -এ (Approved by BSS, Ministry of HRD, Govt. of India) সরাসরি ভর্তি চলছে। যোগ্যতা: মাধ্যমিক/ উঃ মাধ্যমিক। ট্রেনিং-এর শেষে চাকরি। Hospital Practice ও Installment-এ ফিস দেওয়ার সুযোগ। রবীন্দ্র পাঠ ভবন, বালিগঞ্জ: 97326-84328, 97329-37726. Web: www.nursingtraining kolkata.com

□

টিচার্স ট্রেনিং

প্রি-প্রাইমারি, প্রাইমারি ও মন্তেশ্বরী টিচার্স ট্রেনিংয়ে ভর্তি চলছে। BSS, NCVT (Govt. of India) & PBSSD Approved Placement (Asst.) Installment-এর সুবিধা আছে। Global Technical Institute, বেলেঘাটা: 75969-71701/ 92301-13485 বারুইপুর (স্টেশনের নিকটে): 92315-51285/70449-27065.

□

কর্মক্ষেত্র কার্যালয়ে যোগাযোগের ঠিকানা
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ই-মেল: info@swarnakshar.in
বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন:
অর্ণব দাশগুপ্ত: ৯৮৩০৬-০০৭৩৩
সুমনা সেনগুপ্ত: ৯৮৩০০-২৬১৩৬

DISCLAIMER
SWARNAKSHAR PRAKASANI PVT. LTD. assumes no responsibility for the authenticity or reliability of any advertisement published in this newspaper. The advertisements carried in the newspaper are accepted on good faith.

পাঠকের প্রতি

কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের উত্তরে আবেদন বা সাক্ষাৎ করার সময় কোনওরকম টাকা চাওয়া হলে সেই টাকা দেওয়া সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত কিনা সেবিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে টাকা দেবেন না। যে-কোনও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার আগে সংস্থাটির যাবতীয় স্বীকৃতিপত্র যাচাই করে নেওয়া সঙ্গত। বিজ্ঞাপনদাতারা কোনও প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হলে তার জন্য প্রকাশক, মুদ্রক, সম্পাদক এবং স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর মালিকপক্ষকে কোনওভাবেই দায়ী করা যাবে না।

স্কুল-কলেজ শিক্ষা

Math, G.I, G.K Guide বেলঘরিয়া CGL, 10+2, রেল (Gr. D/SM), পুলিশ PSC ক্লার্ক, WBCS, ব্যাঙ্ক (ক্লার্ক/PO) মাসিক ফি, চন্দ্রস্যার: 99035-00682.

□

নার্সিং ট্রেনিং

ভর্তি চলছে। ANM Nursing Training (2 Yrs). Approved by BSS / NCVT/ NSDC (Govt. of India), Installment ও Hostel-এর সুবিধা এবং চাকরির বিশেষ সুযোগ। Global Technical Institute (বেলেঘাটা, ফুলবাগান), M: 92301-13485 / 92315-51285.

□

টিচার্স ট্রেনিং

প্রি-প্রাইমারী, প্রাইমারী ও মন্তেস্বরী টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তি চলছে। Approved by B.S.S Govt. of India & International Accreditation Organisation (IAO). Placement Assistance. কবিগুরুপাঠভবন, শ্যামবাজার, টালিগঞ্জ, হাওড়া: 98308-15220 / 90510-74736.

□

স্কুল-কলেজ শিক্ষা

Math & Eng সোনারপুর
WBCS, PSC, SSC, পুলিশ, Gr. D ক্লার্ক, Rail, Bank, প্রাইমারি টেট, S. I, শর্টকাট। Alakesh Sir, 98360-45234.

□

ITI Admission open at Don Bosco Technical School, 136, Girish Ghose Road, Liluah, Howrah-711 204. Application form for the Session 2020-2021 can be obtained ONLINE from Feb 1st to Feb 29th, 2020 for FITTER / MACHINIST / TURNER (2 YRS. NCVT) at www.dbltech.org Contact: 033-2655-5431 / 70448-11742.

□

350 টাকা মাসে PSC, ক্লার্ক, RAIL WBSSC কোচিং, MATH, GI, GK শিয়ালদহ, ঢাকুরিয়া, Kol-31. P.A: 98046-61270.

□

অ্যাটমিক এনার্জি দপ্তরের অধীনস্থ সংস্থায় অ্যাপ্রেন্টিসশিপ

৫২ জন তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে ইন্দোরের রাজা রামান্না সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড টেকনোলজি। এটি কেন্দ্রের অ্যাটমিক এনার্জি দপ্তরের অধীনস্থ একটি সংস্থা। ১ বছরের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে আই টি আইয়ের বিভিন্ন ট্রেডে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: RRCAT-1/2020.

আসনসংখ্যার বিবরণ: **ফিটার:** ১৮টি, ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল): ৬টি, **মেকানিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং:** ৩টি, **প্লাম্বার:** ৩টি, **ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক/ ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক /মেকানিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেক্ট্রনিক্স/মেকানিক পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স:** ১৬টি, ইলেক্ট্রিশিয়ান: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ মাধ্যমিক পাশ, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আই টি আই সার্টিফিকেট কোর্স পাশ। ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক/ ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক /মেকানিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেক্ট্রনিক্স/মেকানিক পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স ট্রেডের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ছাড়াও মেকানিক কনজিউমার ইলেক্ট্রনিক অ্যাপ্লায়েন্সেস এবং টেকনিশিয়ান পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স সিস্টেম ট্রেডে আই টি আই পাশরাও আবেদন করতে পারেন।

জন্মতারিখ হতে হবে ১-৪-১৯৯৮ থেকে ৩১-৩-২০০২-এর মধ্যে।

স্টাইপেন্ড: প্রতি মাসে ৭,৭৫০ টাকা। প্রশিক্ষণ শুরু হবে ১ এপ্রিল থেকে।

২০১৮ সালের আগে আই টি আই পাশ করে থাকলে আবেদন করবেন না। এর আগে কোথাও অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং নিয়ে থাকলে আবেদন করবেন না।

প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে।

প্রার্থীকে অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.apprenticeship.gov.in রেজিস্ট্রেশনের সময় স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে এই সব নথি— ✓ বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় শংসাপত্র, ✓ফটো এবং সই। এরপর অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.rrcat.gov.in আবেদনের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি।

অনলাইন আবেদনের সময় আপলোড করতে হবে জে পি জি বা পি ডি এফ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা এই সব নথি— ✓বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল। ✓আধার কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল। ✓রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সই। ✓প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট এবং ও বি সি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। ✓দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

প্রতিটি নথির সাইজ হতে হবে ৩০০ কেবি-র মধ্যে।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

বইমেলায় ২৬১নং স্টলে

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
তৃতীয় মুদ্রণ ₹১২৫

প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক
বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া
১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন বিমল মুখার্জি (১৯০৩-১৯৮৭)। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত
সপ্তম মুদ্রণ ₹৩০০

শঙ্খ ঘোষের **ইছামতীর মশা**
কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসামান্য ভ্রমণকথা।
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১৫০

বেড়াতে যাবার সিঁড়ি ₹১২০
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অজানা দেশ দেখে বেড়ানো, অচিন মানুষ চিনে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য। সঙ্গে রঙিন ছবি। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০

রবীন চক্রবর্তীর
বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে।
২য় সংস্করণ। ₹৯০

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরীর
চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানো। ২য় মুদ্রণ। ₹৯০

সেরা ভ্রমণ কাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী।
১ম খণ্ড। সহস্রাধিক পাতা। ৪র্থ মুদ্রণ ₹৫০০
২য় খণ্ড। ৭০০ পাতা। ৩য় মুদ্রণ ₹৩০০
৩য় খণ্ড। ₹৩০০

মহাশ্বেতা দেবীর বিস্ময়কর বই
তুতুল তৃতীয় মুদ্রণ ₹৬০
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়ার বই
বকবকম ₹১৫
কানাইলাল চক্রবর্তীর
খুব ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই
চলো দেখে আসি
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ₹৫০
চড়ুইয়ের সঙ্গে ₹১৫
কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০
মৈত্রেয়ী নাগের
বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০
আষাঢ়ে গল্প ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের বই
চোখে দেখা গল্প ₹১৫০
মাতলাগাঙের ভূত ₹৭৫
২০১৬-র সাহিত্য অকাদেমি (শিশুসাহিত্য) পুরস্কারপ্রাপ্ত
গরিলার চোখ ₹৮০
লিচুবাগানের চৌকিদার ₹৮০
বরফের বাগান ₹১২০
ছেঁড়াকাঁথার গল্প ₹৭৫
আমাজনের জঙ্গলে
বিস্ময়কর কিশোর উপন্যাস। ৭ম মুদ্রণ ₹৭০
হীরু ডাকাত
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ₹১২০
সঙ্গে বিনামূল্যে: অবাক করা গানে-সুরে বাদ্যি-বাজনায় অভিনয়ে জমজমাট দু'ঘণ্টার অখণ্ড MP3 সিডি
শাদা ঘোড়া ৭ম মুদ্রণ ₹৭০
দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত।
গৌর যাযাবর
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹১২০
টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত ₹১৫
ঋষিকুমার ₹২০ **পাখির খাতা** ₹৪০
ভূতের বাঁশি ₹৪০
তালগাছের ডোঙা ₹২০

স্বর্ণাক্ষর
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane
Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 Fax: 2287-6448

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

স্বনির্ভরতার নানা পথ

কোন মেশিনে কী ব্যবসা

মুড়ি তৈরির মেশিন

'কর্মক্ষেত্র'র জনপ্রিয় বিভাগ 'কোন মেশিনে কী ব্যবসা' পড়ে অসংখ্য তরুণ-তরুণী ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করে স্বনির্ভর হয়েছেন। মেশিন চিনে, মেশিন কিনেই সরাসরি ব্যবসায় নেমে পড়ার চটজলদি সুলুকসন্ধান নিয়ে এই বিভাগ। একেবারে সাম্প্রতিক তথ্য সহ।

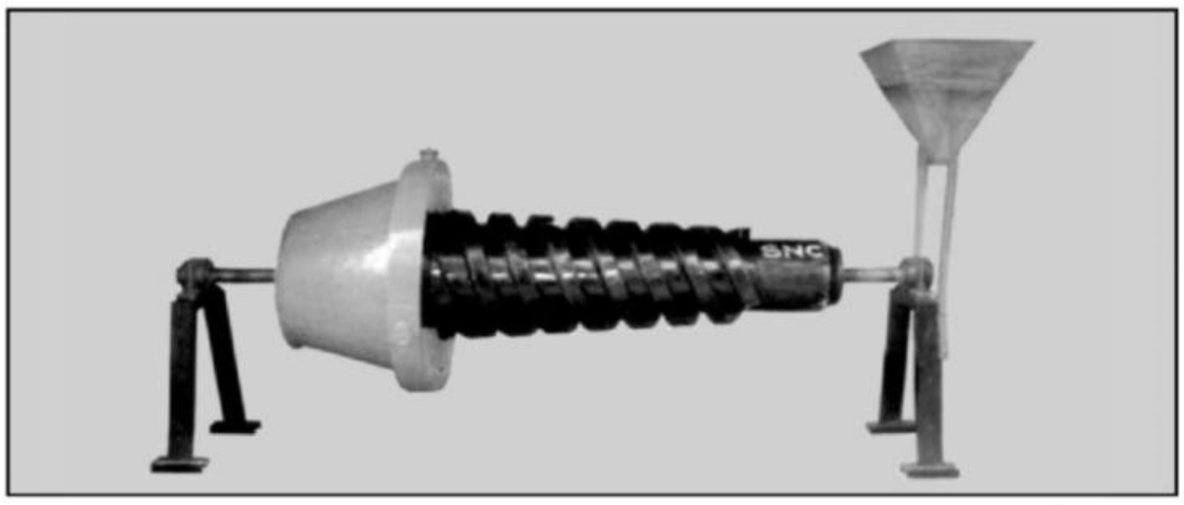

নিজস্ব প্রতিনিধি: সারাবছরই মুড়ির চাহিদা থাকে। মেশিনের সাহায্যে মুড়ি তৈরি করে বস্তায় বা প্যাকেটে ভরে বিক্রি করতে পারেন। মুড়ি তৈরির রোস্টার মেশিনে প্রতি ঘণ্টায় ৩০০ কেজি মুড়ি উৎপাদন সম্ভব। উৎপাদন ক্ষমতার তারতম্য অনুযায়ী মেশিনের সাইজেরও তারতম্য হয়।

কীভাবে করবেন: মুড়ির চাল প্রথমে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। এবার লবণমিশ্রিত ওই মুড়ির চাল সূর্যালোকে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর রোস্টার মেশিনের হপারে তা ঢেলে দিয়ে মেশিন চালু করলে নিজে থেকেই তা বালিতে ভাজা হয়ে জালের চালুনি দিয়ে বালি ছেঁকে মুড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসবে। এই মেশিনে মুড়ি ছাড়াও ছোলা, বাদাম প্রভৃতিও বালিতে ভাজা যায়। রোস্টার গরম করতে প্রতি ঘণ্টায় ২০ কেজির মতো ধানের কুঁড়ো বা কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া প্রতি ঘণ্টায় ৩ থেকে ৫ লিটার ডিজেলেও এই কাজটি করা যায়।

উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী রোস্টার মেশিনটি চালাতে ২ থেকে ৩ হর্সপাওয়ার মোটর লাগবে এবং বিদ্যুৎ লাগবে ২২০ ভোল্ট।

এছাড়া ব্লোয়ার মেশিনের জন্য মোটর লাগবে ১ হর্সপাওয়ার।

কোন মেশিনের কী দাম: উৎপাদন ক্ষমতার তারতম্য অনুযায়ী এই মেশিনের দামেরও তারতম্য হয়। মোটরসমেত ঘণ্টায় ৩০০ কেজি পর্যন্ত মুড়ি উৎপাদনক্ষম রোস্টার মেশিনের দাম ১,৩০,০০০ টাকা।

মেশিন কোথায় পাবেন: মেশিন পেতে যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায়: Bharat Machine Tools Industries, 61, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata- 700 013. Ph: 2236-8015, 94324-22086. E-mail: bharat machinetools1@rediffmail.com

শিল্পজিজ্ঞাসা

'কর্মক্ষেত্র'-য় 'স্বনির্ভরতার নানা পথ' দেখে পথে নামার কথা ভাবছেন? নিজে পথে না নেমে কিন্তু কোনও ব্যবসার সবক'টি দিক জানা সম্ভব নয়। প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর মতো এ হল ব্যবসা শুরুর আগের ধারণা তৈরির পর্ব। শুরুর আগে বা পরে কোনও জিজ্ঞাসা জাগলে 'শিল্পজিজ্ঞাসা' বিভাগে চিঠি লিখুন।

□ *পোশাক রপ্তানি-সংক্রান্ত নিয়মিত তথ্য পেতে পারি কীভাবে? —অনিন্দ্য বিশ্বাস, সালকিয়া, হাওড়া।*

□□ আপনি নিয়মিত ভাবে অ্যাপারেল এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলের ওয়েব-সাইটটি দেখতে পারেন। অনেক তথ্যই পাবেন। এই কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত 'অ্যাপারেল ইন্ডিয়া' পত্রিকাটি থেকেও তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে মাস অনুসারে পত্রিকাটি দেখতে পাবেন পি ডি এফ ফরম্যাটেও। ওয়েবসাইট: www.aepc india.com

□ ***ব্যবসায় আগ্রহী। একজন সংখ্যালঘু** তরুণ হিসেবে সুবিধাজনক শর্তে ঋণ পাওয়ার সুযোগ আছে কি? —নাজির হুসেন, কাঁকিনাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা।*

□□ আপনি পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমে ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন। ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য গ্যারান্টার লাগে না। তার বেশি অর্থের ঋণের জন্য গ্যারান্টারের দরকার হবে। আবেদন-পত্রের সঙ্গে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, বাসিন্দা তথা রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট এবং ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি জমা দিতে হয়। অর্থাৎ ঋণ চেয়ে আবেদন করার আগেই আপনাকে আঞ্চলিক পঞ্চায়েত থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে। বার্ষিক ৬% হারে সুদ-সহ ঋণ বাবদ নেওয়া অর্থ ৩-৫ বছরে পরিশোধ করতে হয়। আবেদনের ফর্মের জন্য আঞ্চলিক বি ডি ও অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: অম্বর, ডি ডি-২৭/ই, সেক্টর-১, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪। টোল ফ্রি ফোন নম্বর: ১৮০০ ১২০ ২১৩০।

□ ***রপ্তানির ব্যবসার জন্য কীভাবে প্রস্তুতি** নিতে হবে এবং কী কী নথিপত্রের প্রয়োজন হবে জানালে বাধিত হব। —সিদ্ধার্থ মণ্ডল, গড়িয়া, কলকাতা।*

□□ প্রস্তুতির পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলি এরকম: প্যান নম্বর সংগ্রহ, পুরসভা বা পঞ্চায়েত থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ, বিদেশি মুদ্রা বিনিময়ের সুবিধাযুক্ত কোনও ব্যাঙ্কে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা, ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কোড নম্বর, এক্সপোর্ট লাইসেন্স সংগ্রহ, এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল থেকে রেজিস্ট্রেশন-কাম-মেম্বারশিপ সার্টিফিকেট সংগ্রহ, বাজার সমীক্ষা, রপ্তানিযোগ্য পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তার নিয়মিত সরবরাহ সুনিশ্চিত করা, সম্ভাব্য আমদানিকারক বা বায়ারের সঙ্গে যোগাযোগ, মূল্য উল্লেখ করে পণ্যের নমুনা বায়ারের কাছে পাঠানো, অর্ডার সংগ্রহ, ব্যাঙ্কে এল সি (লেটার অব ক্রেডিট) খোলা, পণ্য রপ্তানি, পণ্যের মূল্য হস্তগত করা। মোটামুটি এইসবই পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া। খুঁটিনাটি তথ্য জানা যাবে এই দুই ঠিকানা থেকে: (১) জোনাল জয়েন্ট ডিরেক্টর জেনারেল অব ফরেন ট্রেড অফিস, ৪, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৬৯। ফোন: ২২৪৮-৬৮৩১। এই অফিস থেকেই এক্সপোর্ট লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে। (২) ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্ট প্রমোশন সোসাইটি, ২, চার্চ লেন, পঞ্চম তল, রুম নম্বর-৪০১, কলকাতা-১। ফোন: ২২৪৩-৯১৮৭/৮৮।

□ ***নতুন ধরনের একটি খাদ্য তৈরি** করতে চাই। সেক্ষেত্রে কোনও বিশেষজ্ঞ বা সংস্থার সাহায্যের দরকার। কীভাবে সেই সহায়তা পাওয়া যেতে পারে? —অমল পোদ্দার, বরানগর, কলকাতা-৫৬।*

□□ অ্যাসোসিয়েশন অব ফুড সায়েন্টিস্টস অ্যান্ড টেকনোলজিস্টস (ইন্ডিয়া) ফিয়ের বিনিময়ে ফুড প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের কাজ করে থাকে। কেমন খাদ্য তৈরি হবে এবং সেজন্য কতটা পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন, তার উপর ফিয়ের অঙ্ক নির্ভর করবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড টেকনোলজি অ্যান্ড বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অ্যাসোসিয়েশন অব ফুড সায়েন্টিস্টস অ্যান্ড টেকনোলজিস্টস-এর (ইন্ডিয়া) একটি ইউনিট রয়েছে। এখানে যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন: ৯৮৩০৩ ২৯৪০৮।

□ ***কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণের জন্য** হিমঘর তৈরির ব্যাপারে ঋণের প্রয়োজনে তথ্য পেতে চাই। কোথা থেকে পেতে পারি? —নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, হরিপাল, হুগলি।*

□□ হিমঘর তৈরির জন্য সরকারি ভরতুকির ব্যবস্থা আছে। খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন ন্যাবার্ড থেকে। সংস্থার কলকাতা অফিসের ঠিকানা: ৬, রয়েড স্ট্রিট, কলকাতা-১৬। ফোন: ২২২৬-৭৯৪৩। ওয়েবসাইট: www.nabard.org

ITI, DIPLOMA, B.TECH & GRADUATE দের সরকারী চাকরির প্রস্তুতির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
নতুন Tech-Non Tech Combined ব্যাচ শুরু 4th Feb'20 (11am) থেকে।
8820022385 / 9681026768
Railway NTPC/Gr. D স্পেশাল ব্যাচে ভর্তি চলছে।
তপোবন স্টাডি সেন্টার ফর টেকনিক্যাল
Smart Classroom. Smart Study, Tricky Method.
For details : Youtube/ Fb Page search করুন।

সেন্ট্রাল টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট ৫ জুলাই

দেশের সহস্রাধিক কেন্দ্রীয় সরকারি স্কুলে শিক্ষকতার যোগ্যতা নির্ণায়ক সেন্ট্রাল টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট (সি টি ই টি) ৫ জুলাই। পরীক্ষা পরিচালনা করবেন সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (সি বি এস ই)। এই পরীক্ষার জন্য অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

এই পরীক্ষায় সফল হলে গোটা দেশের সমস্ত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয় এবং সেন্ট্রাল টিবেটান স্কুলগুলিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করা যাবে। এছাড়াও চন্ডীগড়, লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দমন ও দিউ, দাদরা ও নগর হাভেলি ও দিল্লি প্রশাসনের অধীন স্কুলগুলিতেও এইসব ক্লাসে শিক্ষকতার জন্য বিবেচিত হবেন এই পরীক্ষায় সফল হলে। দেশের বেসরকারি স্কুলগুলি এবং দেশের কোনও রাজ্যের সরকার রাজ্যস্তরে শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা (টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট) না নিলে সি টি ই টি পরীক্ষাটির ফলাফলকে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য করতে পারবে। তবে কোনও ক্ষেত্রেই সি টি ই টি-তে সফল হলেই নিয়োগ পাবেন না। বিভিন্ন স্কুল তাদের প্রয়োজনমতো শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দিলে এই যোগ্যতা থাকলে আবেদন করতে পারবেন। সি-টেট সার্টিফিকেট রেজাল্ট ঘোষণার পর থেকে সাত বছর পর্যন্ত বৈধ থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে: মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। সেইসঙ্গে ২ বছরের ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন (ডি এল এড) বা ৪ বছরের ব্যাচেলর অব এলিমেন্টারি এডুকেশন (বি এল এড) বা ২ বছরের ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন (স্পেশ্যাল এডুকেশন)। অথবা মোট অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর-সহ উচ্চমাধ্যমিক এবং এন সি টি ই রেগুলেশনস, ২০০২ অনুসারে ২ বছরের ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন। অথবা গ্র্যাজুয়েট এবং ২ বছরের ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বি এড)।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষকপদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে: গ্র্যাজুয়েট এবং সেইসঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনে ২ বছরের ডিপ্লোমা (ডি এল এড)। অথবা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ গ্র্যাজুয়েট এবং সেইসঙ্গে ১ বছরের বি এড বা স্পেশ্যাল এডুকেশনে বি এড ডিগ্রি। অথবা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। সেইসঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ৪ বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি (বি এল এড) অথবা বি এ (এড) বা বি এসসি (এড)। অথবা মোট অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর-সহ গ্র্যাজুয়েট এবং এন সি টি ই রেগুলেশনস, ২০০২ অনুসারে ১ বছরের বি এড ডিগ্রি।

সবক্ষেত্রেই বি এড বা ডি এল এড বা বি এ (এড) বা বি এসসি (এড)-এর ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। তফসিলি, ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন।

সবক্ষেত্রেই স্পেশ্যাল এডুকেশনের শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্স রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (আর সি আই) এবং সাধারণ শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্স এন সি টি ই কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে।

সি টি ই টি-তে বসার জন্য বয়সের কোনও বিধিনিষেধ নেই। তবে এই পরীক্ষায় সফলরা স্কুলে চাকরির জন্য আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট স্কুলের নিয়মকানুন মানতে হবে।

পরীক্ষার ধরনধারন: সি-টেট পরীক্ষায় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। দু'টি পত্রের পরীক্ষা। যাঁরা প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষকতা করতে চান তাঁরা প্রথম পত্রের এবং যাঁরা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষকতার জন্য বিবেচিত হতে চান তাঁরা দ্বিতীয় পত্রের উত্তর করবেন। যাঁরা উভয়স্তরের জন্যই বিবেচিত হতে চান তাঁদের দু'টি পত্রেরই উত্তর দিতে হবে।

পরীক্ষা ৫ জুলাই (রবিবার)। প্রথম পত্রের পরীক্ষা সকাল সাড়ে ৯টা থেকে, দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা দুপুর ২টো থেকে। প্রতি পত্রের জন্য সময় আড়াই ঘণ্টা। পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্র দুর্গাপুর (সিটি কোড ২১১) ও কলকাতা (সিটি কোড ২১২)।

পেপার ওয়ানে থাকবে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগজি, ল্যাঙ্গুয়েজ-১, ল্যাঙ্গুয়েজ-২, ম্যাথমেটিক্স, এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ। প্রতিটি বিভাগে ১৫টি করে প্রশ্ন থাকবে। প্রতি প্রশ্নের মান ২ নম্বর। মোট ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা। পেপার টুয়ে থাকবে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগজি, ল্যাঙ্গুয়েজ-১, ল্যাঙ্গুয়েজ-২ (প্রতিটি বিভাগে ১৫টি করে প্রশ্ন, প্রশ্নের মান ২ নম্বর) এবং ম্যাথমেটিক্স ও সায়েন্স টিচারের ক্ষেত্রে ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড সায়েন্স (৬০টি প্রশ্ন, ৬০ নম্বর) অথবা সোশ্যাল স্টাডিজ বা সোশ্যাল সায়েন্স টিচারের ক্ষেত্রে সোশ্যাল স্টাডিজ ও সোশ্যাল সায়েন্স (৪০টি প্রশ্ন, ৬০ নম্বর)। পরীক্ষার বিশদ সিলেবাস পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.ctet.nic.in

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.ctet.nic.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (জে পি জি ফর্ম্যাটে ১০ থেকে ১০০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও সই (জে পি জি ফর্ম্যাটে ৩ থেকে ৩০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইন-অফলাইন, দু'পদ্ধতিতেই। একটি পেপারের পরীক্ষা দিতে চাইলে ফি বাবদ দিতে হবে ১,০০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা) এবং দু'টি পেপারের পরীক্ষা দিতে চাইলে ১,২০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৬০০ টাকা)। জি এস টি অতিরিক্ত। অফলাইনের ক্ষেত্রে ই-চালানের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক বা কানাড়া ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায়। চালানের প্রিন্ট আউট পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। এ ছাড়া ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের সাহায্যে অনলাইন মাধ্যমেও ফি জমা দিতে পারেন।

ফি জমা দিয়ে যথাযথ ভাবে পূরণ করা অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর কনফার্মেশন পেজ-এর এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নিতে হবে। এটি নিজের কাছে রেখে দেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। পরে প্রয়োজন হবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

PODAR INTERNATIONAL SCHOOL
Since 1927
HOWRAH (PROPOSED CBSE), GAYA & SAMASTIPUR (CBSE)
An Institution with over 92 years of experience in Education & having 124 Schools across India
REQUIRES
◆ PRT/ TGT (ALL SUBJECTS)
• Excellent Communication & IT Skills
• Graduate / Post Graduate along with B.Ed.
• Teaching Experience of 1-5 Years
• Preferably CTET qualified
◆ PRE-PRIMARY CENTER HEAD (FEMALE)
• Excellent Communication & I.T. Skills
• Graduates with ECCED/Montessori Teachers Training Course/Equivalent Course
• Relevant Experience of 1-2 Years
◆ PRE-PRIMARY TEACHERS (FEMALE)
• Excellent Communication & I.T. Skills
• Graduates with ECCED/Montessori Teachers Training Course/Equivalent Course
• TEACHING Experience of 1-2 Years
◆ ACCOUNTANT
• Excellent Communication & IT Skills
• B.Com. / M.Com. with proficiency in Tally
• Relevant Experience of min. 2 Years
Also Require: Nurse, Counselor, Lab Assistant and Librarian with relevant qualification and experience.
WALK-IN INTERVIEWS
Date: 8th & 9th February, 2020 • Time: 10 a.m. to 4 p.m.
For Podar International School, Howrah, Gaya & Samastipur will be conducted at Podar International School, Howrah
Amta Road, Bombay Road Crossing, NH-6, Near Kolkata West International City, Howrah - 711403. West Bengal. Contact No. 8291053584, 8291050654
Please bring updated resume along with photograph, photo copies of educational & experience certificates & originals for verification. Candidates who miss the walk-in opportunity may send their updated resume at hrd.bh@podar.org or Contact Mr. Digvijay Jadhav at 75062 80403.
www.podareducation.org

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

১৯ জানুয়ারি-২৭ জানুয়ারি

১৯ জানুয়ারি ভারতে নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ-র প্রয়োজনীয়তা ছিল না বলে মন্তব্য করলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সিএএ-কে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে অভিহিত করেও আবু ধাবিতে সংবাদমাধ্যমকে এই মন্তব্য করেন তিনি। তবে ভারত থেকে বাংলাদেশি নাগরিকদের ফিরে যাওয়ার বিষয়টিও উড়িয়ে দিয়েছেন আওয়ামি লিগের শীর্ষনেত্রী। জানিয়েছেন, গত কয়েক মাসে ভারত থেকে কোনও বাংলাদেশিকে ফেরত নেওয়া হয়নি। যদিও গত ১১ ডিসেম্বর সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার পর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের বক্তব্য ছিল, ভারতে সিএএ বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) চালু হলে তার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে বাংলাদেশে।

২০ জানুয়ারি বিজেপির নতুন সভাপতি হলেন জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। অমিত শাহের পর দলের একাদশ সভাপতি হলেন তিনি। ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে আসা নাড্ডার হাতে এই ক্ষমতা আসা প্রত্যাশিতই ছিল বলে রাজনীতির পর্যবেক্ষকদের মত। কয়েক মাস আগে কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। এ দিন নয়াদিল্লিতে নরেন্দ্র মোদী-সহ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে নাড্ডাকে সভাপতি ঘোষণা করেন অমিত শাহ।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জি (এনপিআর) নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ করলেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এনপিআর-এ বাবা-মায়ের জন্ম বৃত্তান্তের নথি দেওয়া বাধ্যতামূলক নয় বলে কেন্দ্র যা বলছে, লিখিত আবেদনপত্রের সঙ্গে তা মিলছে না। তাই তাঁর দাবি, আবেদনপত্রের এ সংক্রান্ত অংশ প্রত্যাহার করতে হবে।

ভারতে ধনীতম ১ শতাংশ মানুষের হাতে যে সম্পত্তি রয়েছে, তার পরিমাণ আর্থিক ভাবে সবচেয়ে নীচের তলার ৭০ শতাংশ নাগরিকের মোট সম্পত্তির চার গুণের বেশি। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের ৫০তম বৈঠকের আগে প্রকাশিত এক রিপোর্টে এ কথা বলা হয়েছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী কেন্দ্রের সমালোচনা করে জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দরিদ্রদের সম্পত্তি ছিনিয়ে 'বন্ধু শিল্পপতিদের' হাতে তুলে দিচ্ছেন। বিশ্বে ২১৫৩ জন ধনকুবেরের কাছে রয়েছে ৪৬০ কোটি সবচেয়ে দরিদ্র মানুষের সমান সম্পত্তি।

কেরলে জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জি (এনপিআর)-এর কাজ করতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে রাজ্যের বাম সরকার। এ দিন রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ঠিক হয়েছে, রেজিস্ট্রার জেনারেল এবং সেন্সাস কমিশনারকে এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে। তবে জনগণনার কাজ চলবে।

প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের অতিথি বোলসোনারো

২৬ জানুয়ারি: দেশের ৭১তম প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লির রাজপথে আয়োজিত কুচকাওয়াজে প্রধান অতিথি হলেন ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি জাইর বোলসোনারো। এর আগের দিনই অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে নয়াদিল্লিতে বৈঠক হয় তাঁর। বৈঠকে ১৫টি চুক্তি সই হয়েছে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে। এর মধ্যে রয়েছে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ থেকে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত পণ্যের বাণিজ্য। বৈঠকের পর বোলসোনারোকে মোদী বলেন, 'আপনার সফর দু'দেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। **ছবি:** পি টি আই

"সংখ্যালঘুদের সংখ্যার বিষয়ে যে সচেতন থাকতে বলা হয়, তা আসলে একটি গোষ্ঠীকে বিপজ্জনক হিসেবে দেখানোর চেষ্টা।"

অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, *নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ*
ধর্মীয় বিভাজন ও শঙ্কা ছড়ানোর নিন্দা করে

ভারতে ফ্যাসিবাদ বাড়ছে, বললেন চমস্কি

২১ জানুয়ারি: বিখ্যাত লেখক ও ভাষাতত্ত্ববিদ নোয়ম চমস্কি ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদী লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলেই মনে করছেন। মার্কিন বিদেশ-নীতির কট্টর সমালোচক চমস্কি সংবাদমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। ভারত-সহ পৃথিবী জুড়েই অতি দক্ষিণপন্থার বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব ইতিহাস যেমন তার জন্য দায়ী, তেমনই, চমস্কির মতে, অর্থনীতির অসাম্য একটা বড় কারণ। যত বেশি করে সম্পদ কুক্ষিগত হচ্ছে অল্প কয়েক জনের হাতে, জনসংখ্যার বিরাট বঞ্চিত অংশের মধ্যে জমছে রাগ আর হতাশা। আমেরিকায় ট্রাম্প, ব্রাজিলে বোলসোনারো, ভারতে মোদীর মতো নেতারা সেটা কাজে লাগাচ্ছেন।

দুর্ঘটনায় প্রয়াত কোবি ব্রায়ান্ট

২৭ জানুয়ারি: হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রয়াত হলেন প্রখ্যাত বাস্কেটবল খেলোয়াড় কোবি ব্রায়ান্ট (৪১)। কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে পড়ে হেলিকপ্টারটি। সংবাদ সংস্থার খবর অনুযায়ী, সেই সময় কপ্টারে ছিল ব্রায়ান্টের ১৩ বছর বয়সি কন্যা জিয়ান্নাও। সেও বাবার মতোই বাস্কেটবল খেলোয়াড় হওয়ার দিকেই এগোচ্ছিল। দুর্ঘটনা তারও প্রাণ কেড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা এনবিএ-র ইতিহাসে করিম আবদুল জব্বার, শাকিল ও'নিল, ম্যাজিক জনসন, মাইকেল জর্ডনদের সঙ্গে তারকা হিসেবে একই পংক্তিতে উচ্চারিত হয় কোবি ব্রায়ান্টের নামও।

২১ জানুয়ারি ভারত ও নেপালের মধ্যে যাতায়াত ও বাণিজ্য বাড়াতে দ্বিতীয় ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট (আইসিপি) খুলে দেওয়া হল। দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কে পি শর্মা ওলি ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগবাণী-বিরাটনগর সীমান্তে এই আইসিপি-র উদ্বোধন করেন। এর আগে প্রথম আইসিপি-টি চালু হয়েছে ২০১৮ সালে, রক্সৌল-বীরগঞ্জ সীমান্তে। ২৬০ একর জায়গা নিয়ে যোগবাণী-বিরাটনগর চেকপোস্টের এই সীমান্ত তৈরি হয়েছে। অনায়াসে ৫০০টি ট্রাক একসঙ্গে যাতায়াত করতে পারবে এখান দিয়ে। আধুনিক এই চেকপোস্ট তৈরি হয়েছে ১৪০ কোটি টাকায়। যার পুরোটাই জুগিয়েছে ভারত।

২২ জানুয়ারি গণতন্ত্র সূচকে ভারত ১০ ধাপ পিছিয়ে ৫১ নম্বর স্থানে নেমে গেল। ২০১৮-তে ভারতের সামগ্রিক নম্বর ছিল ৭.২৩। যা এ বার নেমে দাঁড়িয়েছে ৬.৯০-তে। ইকনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ)-এর তৈরি ওই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে নাগরিক স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ এর প্রধান কারণ। ১৬৫টি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং দু'টি অঞ্চলে গণতন্ত্রের অবস্থান তুলে ধরা হয় এই সূচকের মাধ্যমে। নির্বাচন প্রক্রিয়া ও বহুত্ববাদ, সরকারের কাজকর্ম, রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার সুযোগ ও স্বাধীনতা, রাজনীতি মনস্কতা এবং নাগরিক স্বাধীনতা— এই পাঁচটি মাপকাঠির বিচারে তৈরি করা হয় সূচকটি।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ হুঁশিয়ারি দিলেন, প্রতিবাদের নামে আজাদির স্লোগান তুললেই তা রাষ্ট্রদ্রোহ হিসেবে দেখা হবে এবং সেই অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ দিন কানপুরে এক সমাবেশে যোগী শাহিনবাগে মহিলাদের আন্দোলনের সমালোচনা করে বলেন পুরুষদের সাহস হচ্ছে না তাই মহিলাদের পথে নামিয়ে দিচ্ছে।

দেশব্যাপী বিক্ষোভের পরেও সিএএ-নিয়ে কোনও স্থগিতাদেশ দিতে রাজি হল না সুপ্রিম কোর্ট। সিএএ-র পাশাপাশি জাতীয় জনগণনা পঞ্জির (এনপিআর) কাজ বন্ধ রাখার দাবিও মানেনি সুপ্রিম কোর্ট। একাধিক আইনজীবীর অভিযোগ ছিল, এনপিআরের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে, ধর্মের ভিত্তিতে 'বেআইনি অনুপ্রবেশকারী' বা 'সন্দেহভাজন নাগরিক'-দের চিহ্নিত করার কাজ হবে। তাই এই প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হোক। কিন্তু প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ এই আবেদনে সাড়া দেয়নি। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমি মনে করি না কোনও আইন অপরিবর্তনীয়। এই আর্জির শুনানির জন্যও দিনক্ষণ ঠিক করা দরকার।' শেষ পর্যন্ত সাংবিধানিক বেঞ্চেই সিএএ-সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি করার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

পদ্ম-সম্মান ২০২০

২৫ জানুয়ারি: এ বছরের পদ্ম-সম্মান প্রাপকদের নাম ঘোষণা করল কেন্দ্র। মরণোত্তর পদ্ম-বিভূষণ সম্মান প্রদান করা হয়েছে প্রয়াত তিন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জর্জ ফার্নান্ডেজ, অরুণ জেটলি, সুষমা স্বরাজ এবং উদুপি মঠের বিশ্বেশতীর্থ স্বামীজি শ্রী পেজাভারাকে। এছাড়াও প্রখ্যাত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব মেরি কম এবং মরিশাসের প্রেসিডেন্ট অনিরুদ্ধ জুগনাথও পদ্মবিভূষণ পেয়েছেন। বাংলা থেকে পদ্মভূষণ হয়েছেন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী। আরও যাঁরা পদ্মভূষণ পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, শিল্পপতি আনন্দ মাহিন্দ্রা, ব্যাডমিন্টন তারকা পিভি সিন্ধু, রাজনীতিক এস সি জামির প্রমুখ। বাংলা থেকে চার পদ্মশ্রী প্রাপকের মধ্যে রয়েছেন সেতারশিল্পী মণিলাল নাগ, চিকিৎসক সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় চিকিৎসক অরুণোদয় মন্ডল এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য কাজি মাসুম আখতার।

২৪ জানুয়ারি দাভোসের 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম'-এ যোগ দিতে গিয়ে পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ সাংবাদিক বৈঠকে রাষ্ট্রনেতাদের উদ্দেশে আবেদন রাখেন, জীবাশ্ম জ্বালানিতে বিনিয়োগ কমান। সুইডিশ তরুণী গ্রেটা ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের মুখ। গ্রেটার কথায়, 'আমাদের দাবি খুব কম। কিন্তু সে দাবিকেও কেউ গুরুত্ব দিচ্ছে না।'

২৫ জানুয়ারি ৭১তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে ভাষণে গান্ধীজির অহিংসা তত্ত্বের পাশাপাশি গণতন্ত্রের ভিত্তির কথাও তুলে ধরলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তিনি বলেন, 'সংবিধান আমাদের স্বাধীন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের অধিকার দেওয়ার পাশাপাশি গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি পালনের দায়িত্বও দেয়। সেগুলি হল— ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং সহমর্মিতা। জাতির জনকের মূল্যবোধ এবং জীবনবোধ মনে রাখলে এই সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন সহজ হয়।

২৭ জানুয়ারি চিনের নোভেল করোনা-ভাইরাসের হানায় মৃতের সংখ্যা ৮০ ছাড়াল। সংক্রামিতের সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। চিনের সবচেয়ে বিপজ্জনক শহর উহানে আটকে থাকা ভারতীয়দের 'এয়ারলিফট' করে উদ্ধার করার জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানিয়েছে কেরল সরকার। আমেরিকাও জানিয়েছে, তাদের দেশে পাঁচ জনের নোভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রমাণিত হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই সম্প্রতি চিনের উহানে গিয়েছিলেন।

জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জি (এনপিআর) ও সিএএ-এর বিরুদ্ধে নয়া আর্জির প্রেক্ষিতে কেন্দ্রকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। আবেদনকারী জানিয়েছেন, এনপিআরের জন্য ২০০৩ সালের নাগরিক নথিবদ্ধকরণ ও জাতীয় নাগরিক পরিচয়পত্র অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করা হবে। কিন্তু ওই তথ্যের অপব্যবহার বন্ধে কোনও রক্ষাকবচ নেই। নাগরিকদের উপরে অবৈধ ভাবে নজরদারি চালাতেও রাষ্ট্র ওই তথ্য ব্যবহার করতে পারে। সিএএ-র বিরুদ্ধে অন্য আর্জিগুলির সঙ্গেই এই আর্জির শুনানি হবে।

রোহিঙ্গা গণহত্যাকে মানল আন্তর্জাতিক আদালত

২৩ জানুয়ারি: ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস (আইসিজে) রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালানোর বিষয়টি মেনে নিয়ে মায়ানমার সরকারকে অন্তর্বর্তীকালীন ৪টি নির্দেশ দিল। আদালত বলেছে, মায়ানমার গণহত্যার সাক্ষ্যপ্রমাণ নষ্ট করতে পারবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জের গণহত্যা কনভেনশন মেনেও চলতে হবে তাদের। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ফের এই ধরনের তৎপরতা চালানো যাবে না এবং ৪ মাসের মধ্যে আদেশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি আদালতকে জানাতে হবে। বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক আদালতের এই নির্দেশকে তাদের জয় হিসেবেই দেখছে। তবে এই নির্দেশ মানার বাধ্যবাধকতা মায়ানমারের নেই।

কাশ্মীরের বন্দি নেতাদের মুক্তির সওয়াল মার্কিন কূটনীতিকের

২৫ জানুয়ারি: প্রজাতন্ত্র দিবসের ঠিক আগেই কাশ্মীরের বন্দি নেতাদের মুক্তির দাবি তুললেন মার্কিন কূটনীতিক অ্যালিস ওয়েলস। আমেরিকার 'সাউথ অ্যান্ড সেন্ট্রাল এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স-এর প্রিন্সিপ্যাল ডেপুটি অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি অব স্টেট ওয়েলস আর্জি জানিয়েছেন কাশ্মীরের বিরোধী নেতাদের এবার স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে দেওয়া হোক। কয়েকদিন আগেই ভারতে এসে রাইসিনা ডায়লগে অংশ নেন তিনি। দেশে ফিরে তিনি আরও বলেছেন, 'কাশ্মীরে ইন্টারনেট পরিষেবা আংশিক ফেরানোর মতো ইতিবাচক পদক্ষেপে আমি খুশি। আমাদের রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য বিদেশি কূটনীতিকদের জম্মু-কাশ্মীরে যাওয়ার ঘটনাও যথেষ্ট প্রচার পেয়েছে। একই সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লার ভাইরাল হওয়া ছবিও গোটা দেশে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। ওমরের ছবি দেখে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুঃখপ্রকাশ করে কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর প্রশ্ন 'গণতন্ত্রে আর কতদিন এমনটা চলবে।'

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

জীবিকাজিজ্ঞাসা

এই বিভাগে প্রতি সপ্তাহে পাওয়া চিঠি থেকে প্রথম আসা চিঠিগুলি উত্তর দেওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হয়। তার পরও খুব জরুরি কোনও চিঠি থাকলে বা যে প্রশ্নের উত্তর বহু পাঠকের কাজে লাগবে এমন কিছু চিঠিও উত্তরের জন্য বাছা হয়। অনুগ্রহ করে একসঙ্গে একটির বেশি প্রশ্ন পাঠাবেন না। প্রশ্নের সঙ্গে অবশ্যই নীচের কুপনটি পূরণ করে পাঠাবেন। খামের ওপরে 'জীবিকাজিজ্ঞাসা' কথাটি লিখে আপনার প্রশ্ন এই ঠিকানায় পাঠান: কর্মক্ষেত্র, ২৯/১-এ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-১৯।

ইউ পি এস সি

□ ***ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস*** *কমিশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকে এনফোর্সমেন্ট অফিসার/অ্যাকাউন্টস অফিসার পদে দরখাস্ত করেছি। প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশদে জানাবেন। —দেবালয় ঘোষ, মহানন্দতলা, মালদা।*

□□ ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকে এনফোর্সমেন্ট অফিসার/অ্যাকাউন্টস অফিসার পদের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষা ৪ অক্টোবর। পরীক্ষার সময়সীমা ২ ঘণ্টা। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে: জেনারেল ইংলিশ, ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল, কারেন্ট ইভেন্টস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টাল ইস্যুস, ইন্ডিয়ান পলিটি অ্যান্ড ইকনমি, জেনারেল অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপলস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস অ্যান্ড লেবার ল, জেনারেল সায়েন্স অ্যান্ড নলেজ অব কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস, জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট এবং সোশ্যাল সিকিউরিটি ইন ইন্ডিয়া। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.upsconline.nic.in

এস এস সি

□ ***স্টাফ সিলেকশন কমিশন কর্তৃক*** *আয়োজিত 'কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল এক্সামিনেশন'-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের সেন্ট্রাল ব্যুরো অব নার্কোটিক্সে সাব-ইনস্পেক্টর পদে দরখাস্ত করতে চাই। প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন। — কল্যাণ মজুমদার, বারুইপাড়া, নদিয়া।*

□□ স্টাফ সিলেকশন কমিশন কর্তৃক আয়োজিত 'কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল এক্সামিনেশন'-এ সাব-ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল ব্যুরো অব নার্কোটিক্স) পদের ক্ষেত্রে চারটি পর্যায়ে প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা হয়— কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশন (টিয়ার-১ ও টিয়ার-২), খাতায়-কলমে (টিয়ার-৩) এবং দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা। কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশন (টিয়ার-১)-এ প্রশ্ন হয় এইসব বিষয়ে: জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড এবং ইংলিশ কম্প্রিহেনশন। মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় ১ ঘণ্টা। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশন (টিয়ার-২)-এ অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হয় এইসব বিষয়ে: কোয়ান্টিটেটিভ এবিলিটি, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন। প্রতিটি পেপারে নম্বর ২০০। সময় ২ ঘণ্টা। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। টিয়ার-৩ খাতায়-কলমে পরীক্ষা। পরীক্ষায় থাকে ইংরেজিতে এসে রাইটিং, প্রেসি রাইটিং, লেটার রাইটিং, অ্যাপ্লিকেশন রাইটিং ইত্যাদি। মোট নম্বর ১০০। সময় ১ ঘণ্টা। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকে ১৫ মিনিটে ১,৬০০ মিটার হাঁটা, ৩০ মিনিটে ৮ কিলোমিটার সাইক্লিং। বিশদ জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: http://ssc.nic.in

পি এস সি

□ ***ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস*** *কমিশনের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পলিটেকনিকে ওয়েল্ডিং ট্রেডে ওয়ার্কশপ ইনস্ট্রাক্টর পদের ক্ষেত্রে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা দরকার? —সঞ্জয় দাস, মথুরাপুর, উত্তর ২৪ পরগনা।*

□□ ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পলিটেকনিকে ওয়েল্ডিং ট্রেডে ওয়ার্কশপ ইনস্ট্রাক্টর পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমতুল। সেই সঙ্গে ওয়েল্ডার ট্রেডে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট (এন টি সি) বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট (এন এ সি)। ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে ৫ বছর, ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে ৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক। অথবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা-সহ ৩ বছরের অভিজ্ঞতা। ব্রড বেসড বেসিক ট্রেনিংয়ে ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট-সহ ফেব্রিকেশন (ফিটিং অ্যান্ড ওয়েল্ডিং) সেক্টরে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও আবেদন করা যাবে। বিশদে জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: http://wbpsc.gov.in

□ ***পশ্চিমবঙ্গ পি এস সি আয়োজিত*** *'ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট সার্ভিস অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস এক্সামিনেশন'-এর মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বন দপ্তরে প্রার্থী নিয়োগের ক্ষেত্রে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দৈহিক মাপজোক থাকা প্রয়োজন? —অপূর্ব কর, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর।*

□□ পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক আয়োজিত 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট সার্ভিস অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস এক্সামিনেশন'-এ বসার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে-কোনও শাখায় স্নাতক। স্নাতকস্তরে এই বিষয়গুলির মধ্যে যে-কোনও একটি বিষয় পড়ে থাকতে হবে: বিজ্ঞান শাখার ক্ষেত্রে: এগ্রিকালচার, বটানি, কেমিস্ট্রি, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, কম্পিউটার সায়েন্স, ফরেস্ট্রি, জিওলজি, হর্টিকালচার, ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, ভেটেরিনারি সায়েন্স, জুলজি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স। ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার ক্ষেত্রে: এগ্রিকালচারাল, কেমিক্যাল, সিভিল, কম্পিউটার, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, মেকানিক্যাল। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলায় পড়তে, লিখতে, বলতে জানতে হবে। এর পাশাপাশি উচ্চতা থাকতে হবে ১৬৩ সেমি (তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি)। বুকের ছাতির মাপ না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে হতে হবে ৮৪ সেমি ও ৮৯ সেমি। খুঁটিনাটি তথ্য জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: http://wbpsc.gov.in

ব্যাঙ্ক

□ ***ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে ক্রেডিট বিভাগে*** *ম্যানেজার পদের ক্ষেত্রে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন? — মৈত্রেয়ী বিশ্বাস, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর।*

□□ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে ক্রেডিট বিভাগে ম্যানেজার পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে-কোনও শাখায় স্নাতক, সঙ্গে বিজনেস বা ম্যানেজমেন্ট বা ফিনান্স বা ব্যাঙ্কিংয়ে অন্তত ২ বছর মেয়াদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্স পাশ। অথবা সি এ বা আই সি ডব্লু এ বা সি এফ এ। পাশাপাশি কোনও ব্যাঙ্কে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.indianbank.in

□ ***ব্যাঙ্ক অব বরোদায় ব্যাঙ্কিং ও*** *ফিনান্সের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট কোর্স করিয়ে প্রবেশনারি অফিসার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে? প্রার্থী বাছাই করা হয়ে থাকে কোন প্রক্রিয়ায়? — সৌরদীপ মুখার্জি, দিনহাটা, কোচবিহার।*

□□ ব্যাঙ্ক অব বরোদায় ব্যাঙ্কিং ও ফিনান্সের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট কোর্স করিয়ে প্রবেশনারি অফিসার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে-কোনও শাখায় ৫৫ শতাংশ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) নম্বর-সহ স্নাতক। প্রার্থী বাছাই করা হয়ে থাকে অনলাইন পরীক্ষা, সাইকোমেট্রিক টেস্ট, গ্রুপ ডিসকাশন এবং পার্সোন্যাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইন পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে রিজনিং ও কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড (৭৫ নম্বর), জেনারেল/ইকনমি/ব্যাঙ্কিং অ্যাওয়্যারনেস (৪০ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৫০ নম্বর), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৩৫ নম্বর) বিষয়ে। অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হয়। এর সঙ্গে থাকে ৫০ নম্বরের ইংরেজি টেস্ট। এতে থাকে লেটার রাইটিং ও এসে রাইটিং। মোট সময়সীমা ৩ ঘণ্টা। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। বিশদ জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.bankofbaroda.com

উচ্চশিক্ষা

□ ***বি ফার্ম পড়ার পর উচ্চশিক্ষার*** *ক্ষেত্রে কী ধরনের সুযোগ রয়েছে? কলকাতা এবং তার সংলগ্ন এলাকায় ফার্মাসি বিষয়ে ডিপ্লোমা, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কোর্স করানো হয়, এরকম কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম জানালে উপকৃত হব। —পার্থ নাথ, পাঁচপাড়া, হাওড়া।*

□□ বি ফার্ম পড়ার পর পড়তে পারেন মাস্টার্স ইন ফার্মাসি, এম বি এ ইন ফার্মাসিউটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট বা পাবলিক হেলথ ম্যানেজমেন্ট। স্নাতকোত্তর আইন নিয়ে স্পেশ্যালাইজেশন করা যায় ফার্মাসিউটিক্যাল জুরিস্প্রুডেন্স, ইন্টেলেকটুয়াল প্রপার্টি ল ও অন্যান্য বিষয়ে। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা পড়তে পারেন ফার্মাসিউটিক্যাল রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স বিষয়ে। এ ছাড়াও পড়তে পারেন ক্লিনিক্যাল রিসার্চের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স। রয়েছে গবেষণার সুযোগ। কলকাতা এবং তার আশপাশে ফার্মাসির ডিপ্লোমা, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কোর্স পড়ানো হয় এমন কিছু প্রতিষ্ঠান হল: (১) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়: ডিপার্টমেন্ট অব ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি, ঠিকানা: ১৮৮, রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা-৭০০০৩২। ওয়েবসাইট: www.jaduniv.edu.in (২) এন এস এইচ এম কলেজ অব ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি, ঠিকানা: ১২৪, বি এল সাহা রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩। ওয়েবসাইট: www.nshm.com (৩) গুরু নানক ইনস্টিটিউট অব ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ঠিকানা: ১৫৭ এফ, নীলগঞ্জ রোড, পানিহাটি, কলকাতা-৭০০১১৪। ওয়েবসাইট: www.gnipst. ac.in (৪) ড. বি সি রায় কলেজ অব ফার্মাসি অ্যান্ড অ্যালায়েড হেলথ সায়েন্সেস, ঠিকানা: ড. মেঘনাদ সাহা সরণি, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬। ওয়েবসাইট: www.bcrcp.ac.in (৫) ক্যালকাটা ইনস্টিটিউট অব ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যালায়েড হেলথ সায়েন্সেস, ঠিকানা: বাণীতবলা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া-৭১১৩১৬। (৬) বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অব ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস, ঠিকানা: এস পি এল পি আই এম ক্যাম্পাস, কল্যাণী, নদিয়া-৭৪১২৩৫। ওয়েবসাইট: www.bipstrust.org

কোর্স, ট্রেনিং

□ ***ক্রাফটস অ্যান্ড ডিজাইনের মাস্টার*** *অব ভোকেশনাল এডুকেশন কোর্সে ভর্তি হতে চাই। —প্রদীপ সাহা, অভয়নগর, হাওড়া।*

□□ ক্রাফটস অ্যান্ড ডিজাইনের মাস্টার অব ভোকেশনাল এডুকেশন কোর্সে ভর্তি নেবে রাজস্থানের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ক্রাফটস অ্যান্ড ডিজাইন। স্পেশ্যালাইজেশনের বিষয়গুলি হল: সফট মেটিরিয়াল, হার্ড মেটিরিয়াল এবং ফায়ার্ড মেটিরিয়াল। কোর্সের মেয়াদ ৩ বছর। আসনসংখ্যা ৪৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে-কোনও শাখায় স্নাতক। সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১ বছর মেয়াদের ফাউন্ডেশন প্রোগ্রাম ফর ডিজাইনের সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ করতে হবে। ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা নেওয়া হবে দু'টি পার্টে। পার্ট-এ পরীক্ষা ১২ এপ্রিল, সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা। জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস এবং ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড পারসেপশন টেস্ট নেওয়া হবে এই পরীক্ষায়। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা। পার্ট-এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে ২২ এপ্রিল। মেটেরিয়াল, কালার অ্যান্ড কনসেপচুয়াল টেস্ট নেওয়া হবে পার্ট বি-তে। পরীক্ষাকেন্দ্র জয়পুর। এর পর পার্সোন্যাল ইন্টারভিউ। পরীক্ষা জুনে। অনলাইন আবেদন করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.iicd.ac.in শেষ তারিখ ২০ মার্চ। ফি বাবদ অনলাইন ব্যবস্থায় দিতে হবে ১,৭৫০ টাকা।

□ ***বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গাইডেন্স ও*** *কাউন্সেলিংয়ের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে চাই। বিশদে জানাবেন। —সৌমী ভট্টচার্য, সদাইপুর, বীরভূম।*

□□ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিংয়ের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইফলং লার্নিং ডিপার্টমেন্ট। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ যে-কোনও শাখায় স্নাতক। দূরশিক্ষা মাধ্যমে স্নাতক পাশ প্রার্থীরা আবেদন করবেন না। প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাই করা হবে মেধার ভিত্তিতে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.buruniv.ac.in এ ছাড়া বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ফর্ম সংগ্রহ করতে পারেন। চালানের মাধ্যমে নগদে ফি বাবদ দিতে হবে ১৫০ টাকা। প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ পূরণ করা আবেদনপত্র যে-কোনও কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টের মধ্যে সরাসরি জমা দিতে হবে এই ঠিকানায়: The University of Burdwan, Rajbati, Bardhaman - 713 104, West Bengal

অন্যান্য চাকরি

□ ***দিল্লি সরকারে জুনিয়র স্টেনোগ্রাফার*** *পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন? প্রার্থী বাছাই করা হবে কোন প্রক্রিয়ায়? দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ কবে? — চৈতালী মান্না, গুসকরা, পূর্ব বর্ধমান।*

□□ দিল্লি সরকারে জুনিয়র স্টেনোগ্রাফার পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক, সঙ্গে ইংরেজিতে শর্টহ্যান্ডে প্রতি মিনিটে ৮০টি শব্দ লেখার দক্ষতা এবং কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৪০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। অথবা হিন্দিতে শর্টহ্যান্ডে প্রতি মিনিটে ৮০টি শব্দ লেখার দক্ষতা এবং কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ২৫টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষাকেন্দ্র দিল্লি। লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে দু'টি পর্যায়ে— টিয়ার-ওয়ান এবং টিয়ার-টু (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং এবিলিটি, অ্যারিথমেটিক্যাল অ্যান্ড নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বিষয়ে। ২৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: https://dsssbonline.nic.in

□ ***পাওয়ারগ্রিডে ইলেক্ট্রনিক্স শাখায়*** *অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি পদের ক্ষেত্রে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন? দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ কবে? —রাকেশ রায়, কুচডিহি, বাঁকুড়া।*

□□ পাওয়ারগ্রিডে ইলেক্ট্রনিক্স শাখায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল কমিউনিকেশন, টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং— যে-কোনও একটি শাখায় মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর-সহ বি ই বা বি টেক বা বি এসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং) ডিগ্রি থাকতে হবে। সেই সঙ্গে গেট-২০১৯ পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট 'ই সি' (ইলেক্ট্রিক্যাল) পত্রে উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.powergridindia.com

□ ***খড়্গপুর আই আই টিতে জুনিয়র*** *টেকনিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা দরকার? —কমলিকা দাশগুপ্ত, রাণাঘাট, নদিয়া।*

□□ খড়্গপুর আই আই টিতে জুনিয়র টেকনিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা অথবা বি এসসি, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কোনও ওয়ার্কশপ বা ল্যাবরেটরিতে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, ইলেক্ট্রনিক ইনস্ট্রুমেন্টসের রিপেয়ারিং, মেইন্টেন্যান্স এবং হ্যান্ডলিংয়ের কাজে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকা চাই। দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.iitkgp.ac.in

□ ***ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট*** *অর্গানাইজেশনে ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার পদের ক্ষেত্রে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে? —দিব্যেন্দু প্রধান, মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।*

□□ ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনে ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম শ্রেণির বি ই বা বি টেক ডিগ্রি। সেই সঙ্গে বৈধ গেট স্কোর থাকতে হবে। গেট পরীক্ষার পেপার কোড ই সি (ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন) অনুসারে সংশ্লিষ্ট যেসব ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা থেকে পরীক্ষায় বসার আবেদন করা যায় সেইসব শাখার প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। যেসব ছাত্রছাত্রী ফাইনাল ইয়ার বা সেমেস্টারের পরীক্ষা দিয়েছেন কিন্তু রেজাল্ট হাতে পাননি অথবা যাঁরা ফাইনাল ইয়ার বা সেমেস্টারের পরীক্ষা দিতে চলেছেন এবং প্রথম শ্রেণির নম্বর আশা করছেন তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। বিশদে জানতে দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইট: https://drdo.gov.in

বি বি ধ

□ ***সি বি এস ই আয়োজিত সেন্ট্রাল*** *টিচার এলিজিবিলিটি টেস্টে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন? দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ কবে? —গৌরব মণ্ডল, উলুবেড়িয়া, হাওড়া।*

□□ সেন্ট্রাল টিচার এলিজিবিলিটি টেস্টে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে: মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। সেইসঙ্গে ২ বছরের ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন (ডি এল এড) বা ৪ বছরের ব্যাচেলর অব এলিমেন্টারি এডুকেশন (বি এল এড) বা ২ বছরের ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন (স্পেশ্যাল এডুকেশন)। অথবা মোট অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর-সহ উচ্চমাধ্যমিক এবং এন সি টি ই রেগুলেশনস, ২০০২ অনুসারে ২ বছরের ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন। অথবা গ্র্যাজুয়েট এবং ২ বছরের ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বি এড)। ২৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.ctet.nic.in

নাম : .....
ঠিকানা : .....
.....
.....
আপনি কি 'পেশাপ্রবেশ' পড়েন? হ্যাঁ/না

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

কর্মক্ষেত্র কর্মসহায়ক

নানা কারণে বহু চেষ্টাতেও যাঁরা এখনও মনের মতো কাজ শুরু করতে পারেননি, তাঁদের জন্যই এই বিভাগ। নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ। এখনই কী উদ্যোগ নিতে পারেন এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা কীভাবে নেবেন, রইল তার সুলুকসন্ধান।

জানাটাই যথেষ্ট নয়, জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটাতে হবে। ইচ্ছাটাই শেষ কথা নয়, ইচ্ছাটাকে বাস্তবায়িত করতে হবে।
— লিওনার্দো দা ভিঞ্চি
(ইতালীয় ভাস্কর)

✓ এগ্রিকালচারের স্নাতক। চাকরির চেষ্টা চলছে। চাকরির খোঁজ পেতে চাই।
প্রদীপ মণ্ডল, গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর।

☐ এগ্রিকালচারাল সায়েন্সের স্নাতকদের চাকরি আছে বিভিন্ন সরকারি সংস্থায়। চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিন।

এখনই আবেদন করতে পারেন: বেশকিছু অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড হর্টিকালচার বিভাগ। শিক্ষাগত যোগ্যতা: এগ্রিকালচার বা হর্টিকালচারের স্নাতক ডিগ্রি। এগ্রিকালচারের ডিগ্রি থাকলে স্নাতকে অন্যতম বিষয় হিসেবে হর্টিকালচার পড়ে থাকতে হবে। প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে আবেদন করতে পারেন। 'কর্মক্ষেত্র'-র ২৯ জানুয়ারি সংখ্যায় 'রাজ্য সরকারে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর' শীর্ষক সংবাদে এই নিয়োগ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য জানানো হয়েছে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে **৬ ফেব্রুয়ারির** মধ্যে, এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.wbpsc.gov.in

বেশকিছু অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড হর্টিকালচার বিভাগ। শিক্ষাগত যোগ্যতা: এগ্রিকালচার বা হর্টিকালচারের স্নাতক ডিগ্রি। এগ্রিকালচারের ডিগ্রি থাকলে স্নাতকে অন্যতম বিষয় হিসেবে হর্টিকালচার পড়ে থাকতে হবে।

পরে আবেদন করতে পারবেন: রাজ্য সরকারগুলির কৃষি ও কৃষি বিপণন বিভাগে এগ্রিকালচারাল অফিসার, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অফিসার পদে চাকরি আছে। চাকরি হতে পারে ন্যাবার্ডে, কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিভাগে এগ্রিকালচারাল অফিসার, এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন অফিসার প্রভৃতি পদে, কেন্দ্রীয় সরকারের সার ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাগুলিতে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে স্পেশালিস্ট অফিসার পদে চাকরির সুযোগ আছে। ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও রিসার্চ ইনস্টিটিউটে প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরির সুযোগ আছে। 'কর্মক্ষেত্র'-য় চোখ রাখুন, এগ্রিকালচারাল গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতার চাকরির খবর বেরোলে সে-খবর জানানো হবে।

✓ ২০১৯-এ উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছি আর্টস শাখায়। উচ্চমাধ্যমিকে ৫৬ শতাংশ নম্বর আছে। বর্তমানে স্টেনোগ্রাফি ও কম্পিউটার শিখছি। মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করতে পারব। টাইপিংয়ের চাকরির সন্ধান দেবেন।
প্রদীপ মালাকার, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

☐ টাইপিং জানতে হয়, উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতার এমন কিছু চাকরি আছে। চাকরির লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিন। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে তবেই টাইপিং টেস্টে বসার ডাক পাবেন।

এখনই আবেদন করতে পারেন: ১০৪জন জুনিয়র ক্লার্ক নেবে দিল্লি সরকার। নিয়োগ হবে দিল্লি ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক। মিনিটে ৩০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। আপনি আবেদন করতে পারবেন। 'কর্মক্ষেত্র'-র ৮ জানুয়ারি সংখ্যায় 'দিল্লি সরকারে আরও ২০৬' শীর্ষক সংবাদে এই নিয়োগ-সংক্রান্ত তথ্য জানানো হয়েছে। **৬ ফেব্রুয়ারির** মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.dssbonline.nic.in

পরে আবেদন করতে পারবেন: টাইপিং জানা থাকলে উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় রেলে চাকরি হতে পারে এইসব পদে: অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট, জুনিয়র ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট, জুনিয়র টাইম কিপার। এ ছাড়াও

১০৪জন জুনিয়র ক্লার্ক নেবে দিল্লি সরকার। নিয়োগ হবে দিল্লি ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক। মিনিটে ৩০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় রেলের কমার্শিয়াল-কাম-টিকিট ক্লার্ক এবং ট্রেন'স ক্লার্ক পদে আবেদন করা যায়। এই দুই পদের ক্ষেত্রে টাইপিং জানা বাধ্যতামূলক নয়।

প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকারে কয়েকশো লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক নেওয়া হয়। আপনি এই পদে আবেদন করতে পারবেন। ডাক বিভাগে পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে আবেদন করতে পারবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদে আবেদন করতে পারবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে ক্লার্ক পদে আবেদন করতে পারবেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে। বিভিন্ন আদালতে টাইপিস্ট পদে আবেদন করতে পারবেন। আছে আরও চাকরি।

✓ ইংরেজির স্নাতক। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ৬ মাসের সার্টিফিকেট কোর্স করেছি। চাকরির খোঁজ দেবেন।
ঋক মুখোপাধ্যায়, বেলেঘাটা, কলকাতা।

☐ চাকরি আছে নানা প্রকারের। পছন্দসই চাকরি বেছে নিয়ে চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিন।

এখনই আবেদন করতে পারেন: ট্রেনিং দিয়ে বেশকিছু অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট নেবে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর-সহ যে-কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। উচ্চমাধ্যমিকে ম্যাথমেটিক্স ও ফিজিক্স পড়ে থাকতে হবে। উচ্চমাধ্যমিকেও ৫৫ শতাংশ নম্বর থাকা দরকার। 'কর্মক্ষেত্র'-র ২২ জানুয়ারি সংখ্যায় 'ট্রেনিং দিয়ে কোস্টগার্ডে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট' শীর্ষক সংবাদে এই চাকরি-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য জানানো হয়েছে। দরখাস্ত করা যাবে **৯ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি** পর্যন্ত। অনলাইন দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.joinindiancoastguard.gov.in

পরে আবেদন করতে পারবেন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মিসেলেনিয়াস সার্ভিসেসের পরীক্ষায় বসতে পারবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসার গ্রেডের চাকরির জন্য কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল পরীক্ষায় বসতে পারবেন। বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে আবেদন করতে পারবেন। রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা সংস্থাগুলির অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে আবেদন করতে পারবেন। রেলের কমার্শিয়াল অ্যাপ্রেন্টিস ও ট্র্যাফিক অ্যাপ্রেন্টিস, অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার, গুডস গার্ড পদে আবেদন করতে পারবেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির প্রবেশনারি অফিসার, ক্লার্ক, কাস্টমার রিলেশনশিপ পদে আবেদন করতে পারবেন। রাষ্ট্রায়ত্ত গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অফিসার পদে আবেদন করতে পারবেন।

✓ বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেব এবছর। আমি বি এসসি নার্সিং পড়তে চাই। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসব। আর্মির নার্সিং নার্ভিসের জন্যও পরীক্ষা দিতে চাই। কতদিনের ট্রেনিং হয় আর্মিতে। কেমন দৈহিক মাপজোকের দরকার হয়। কী কী বিষয়ে পরীক্ষা হয়? কলকাতায় পরীক্ষা দেওয়া যায় কি? কেমন সময়ে পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়? এমন কোনও বইয়ের নাম জানানো যায় কি, যা পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে? প্রশ্নগুলির উত্তর পেলে খুবই উপকৃত হব।
সুদৃশ্যা নাগ, বৈদ্যবাটি, হুগলি।

☐ চার বছরের বি এসসি নার্সিং পড়িয়ে মিলিটারি নার্সিং সার্ভিসে চাকরি দেওয়া হয়। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ তরুণীরা এই কোর্স পড়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। উচ্চতা হতে হয় অন্তত ১৫২ সেমি। পড়ার জন্য কোনও খরচের দরকার হয় না। আবাসিক কোর্স। থাকা-খাওয়া, পড়াশোনা ইত্যাদি বাবদ সমস্ত খরচই বহন করে সেনাবাহিনী। একটি কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হয়। ৯০ মিনিটের পরীক্ষায় ইংরেজি, বায়োলজি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও জেনারেল ইন্টেলিজেন্স বিষয়ে অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হয়। পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় নভেম্বর মাস নাগাদ। পরীক্ষা হয় এপ্রিল মাস নাগাদ। এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। সারা দেশ থেকে প্রচুর প্রার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। ফলে পরীক্ষার জন্য ভালো প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার রয়েছে। কলকাতায় পরীক্ষা কেন্দ্র থাকে। প্রস্তুতির জন্য বইপত্র আছে। একটি বই: 'মিলিটারি নার্সিং সার্ভিসেস ফর বি এসসি নার্সিং এক্সামিনেশন ইন ইন্ডিয়ান আর্মি: কমপ্লিট গাইড'।

চার বছরের বি এসসি নার্সিং পড়িয়ে মিলিটারি নার্সিং সার্ভিসে চাকরি দেওয়া হয়। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ তরুণীরা এই কোর্স পড়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। উচ্চতা হতে হয় অন্তত ১৫২ সেমি। পড়ার জন্য কোনও খরচের দরকার হয় না।

নিজের বিষয় সম্বন্ধিত পেশাগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকুন

সান্তনু চট্টোপাধ্যায়, কো-অর্ডিনেটর, এম এ— জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা, জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করতে হয়, তাই পড়াশোনা। জীবিকার বিষয়টি নিয়ে পরে ভাবা যাবে, এখনকার দিনে এরকম মানসিকতা নিয়ে চলবে না। কলেজের প্রথম বর্ষ থেকেই খুব সচেতনভাবে যাত্রাপথটা ছকে নিতে হবে। স্নাতক যোগ্যতার সরকারি চাকরি করতে চাইলে কলেজের দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করুন। আজকের দিনে কম্পিউটারের ব্যবহার জানতেই হয়। সুতরাং কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের একটি সার্টিফিকেট কোর্স অন্তত করা থাকলে সুবিধা হবে।

পড়াশোনার বিষয়ের সঙ্গে পেশাকে মেলাতে চাইলে আপনার বিষয়ের সঙ্গে কত রকমের পেশা যুক্ত রয়েছে, সে-বিষয়ে অবহিত হতে হবে। জার্নালিজম ও মাস কমিউনিকেশন পড়ে খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকায় সাংবাদিকতা করা যায়। ওয়েব জার্নালিজম একটি নতুন পথ হয়ে উঠেছে। ফুড জার্নালিজম, ফ্যাশন জার্নালিজম, ফটো জার্নালিজম, পাবলিক রিলেশনস, লিয়াঁজ অফিসার, কনটেন্ট রাইটিং, অ্যাডভার্টাইজিং, মার্কেট রিসার্চ, ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরির মতো পেশাগুলির সম্বন্ধ রয়েছে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিষয়টির। আপনাকে পছন্দের পথটি বেছে নিয়ে সেই পেশাটির জন্য নিজেকে বিশেষভাবে তৈরি করতে হবে।

খোঁজ-খবর নিয়ে, শিক্ষক, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে আপনার বিষয়-সংক্রান্ত পেশাগুলির হালহদিশ জেনে নিন। তারপর পেশা বাছাই করুন।

এমনটা হতে পারে যে আপনার পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধিত একটি পেশার জন্যই আলাদা করে নিজেকে ঘষেমেজে নিতে হবে সহযোগী কোনও কোর্স করে। যেমন, জার্নালিজমের পড়াশোনার সঙ্গে ফটোগ্রাফিতে হাত পাকাতে হবে ফটো জার্নালিজমের পেশার জন্য। ওয়েব জার্নালিজমের জন্য সাংবাদিকতায় কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রয়োগটা জেনে নেওয়ার দরকার হবে। যেমন, ভূগোল নিয়ে পড়াশোনা করার পরে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফর্মেশন সিস্টেম ও রিমোট সেন্সিংয়ের কোর্স করে রিমোট সেন্সিংয়ের পেশা অবলম্বন করা যায়। কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করার পরে প্যাকেজিং টেকনোলজির কোর্স করে প্যাকেজিংয়ের পেশাদার হওয়া যায়। আবার গণিত বিষয়টি নিয়ে বি এসসি পাশ করার পরে যে ফরেস্ট সার্ভিসের পরীক্ষায় বসা যায়— এই তথ্যটি একজন গণিতের স্নাতকের জানা থাকার দরকার রয়েছে। সে তিনি ফরেস্ট সার্ভিসের চাকরিতে আগ্রহী হোন বা না হোন। অপশনগুলো জানা থাকলে তবেই তো আপনি পছন্দমাফিক পেশাটি বেছে নিতে পারবেন। প্রসঙ্গত, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন শাখা, এবং স্ট্যাটিস্টিক্সের গ্র্যাজুয়েটেরা ফরেস্ট সার্ভিসের পরীক্ষায় বসতে পারেন।

সবশেষে বলি, ভালোলাগা বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করুন। নিজের বিষয়কে সম্মান করুন। বিষয়-সম্বন্ধিত পেশা সম্পর্কে অবহিত হোন। মন দিয়ে পেশার প্রস্তুতি নিন।

গণিত বিষয়টি নিয়ে বি এসসি পাশ করার পরে যে ফরেস্ট সার্ভিসের পরীক্ষায় বসা যায়— এই তথ্যটি একজন গণিতের স্নাতকের জানা থাকার দরকার রয়েছে। সে তিনি ফরেস্ট সার্ভিসের চাকরিতে আগ্রহী হোন বা না হোন। অপশনগুলো জানা থাকলে তবেই তো আপনি পছন্দমাফিক পেশাটি বেছে নিতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র পড়ে এখনও যাঁরা কাজ শুরু করতে পারেননি, তাঁদের জন্য

কর্মক্ষেত্র কর্মসহায়ক

আপনার সম্পূর্ণ জীবনপঞ্জি (C.V.) ও নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর সহ আমাদের লিখে জানান আপনার কাজ খোঁজার অভিজ্ঞতা।

আমরাও সাধ্যমতো চেষ্টা করব আপনার উপযুক্ত কাজের হদিশ দিতে।

- ✓ আগে কোথায় চাকরির দরখাস্ত করেছেন?
- ✓ জীবনপঞ্জি কীভাবে লিখেছেন? (যে-কোনও একটার কপি-সহ)
- ✓ ইন্টারভিউয়ের মুখোমুখি হয়েছেন কি কখনও? সেখানে কোন প্রশ্নের উত্তরে কী বলেছেন?

আপনার নাম, ফোন নম্বর ও সম্পূর্ণ ঠিকানা লিখতে ভুলবেন না। চিঠি পাঠাবেন এই ঠিকানায়: (নথিপত্রের কপি পাঠাবেন না)

কর্মক্ষেত্র (কর্মসহায়ক বিভাগ)
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯
ই-মেল: karmakshetra@swarnakshar.in

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

কী পড়বেন, কোথায় পড়বেন

আই আই টি খড়্গপুরে আইন কোর্স

ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটসে স্পেশ্যালাইজেশন-সহ আইনের স্নাতক (এল এল বি-অনার্স) কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে খড়্গপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির রাজীব গান্ধি স্কুল অব ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ল। কোর্সের মেয়াদ ৩ বছর। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে-কোনও শাখায় বি ই বা বি টেক। মেডিসিনে স্নাতক ডিগ্রিধারীরাও আবেদনের যোগ্য। বিজ্ঞান শাখায় বা ফার্মাসি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলেও আবেদন করা যাবে। উপরোক্ত যোগ্যতা-সহ এম বি এ ডিগ্রি থাকলেও আবেদনের যোগ্য। সব ক্ষেত্রেই অন্তত ৬০ শতাংশ (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষা ও পার্সোন্যাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষা ১৮ এপ্রিল, সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে ইংলিশ (৬০ নম্বর), লজিক্যাল রিজনিং (২০ নম্বর), ম্যাথমেটিক্যাল এবিলিটি (১৫ নম্বর), বেসিক সায়েন্স (৩৫ নম্বর) এবং লিগ্যাল অ্যাপ্টিটিউড (৭০ নম্বর) বিষয়ে। ইন্টারভিউ ১৯ এপ্রিল। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.iitkgp.ac.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আই ডি থাকতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ মার্চ।

অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো ও সই-সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপলোড করতে হবে। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে। আবেদনের ফি-সহ অন্যান্য তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে: ০৩২২২-২৮২২৩৭।

মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্স

মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস। কোর্সটির পুরো নাম: 'এম এসসি মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি ইন বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মাইক্রোবায়োলজি'। কোর্সগুলি পড়ানো হবে সিঙ্গুরের সেবায়তন স্কুল অব মেডিক্যাল টেকনোলজি এবং হলদিয়ার ইনস্টিটিউট অব হেলথ সায়েন্সেসে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে ব্যাচেলর্স ডিগ্রি বা বি এসসি। অথবা বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের যে-কোনও শাখায় বি এসসি, সঙ্গে মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা। অথবা মাইক্রোবায়োলজি বা বায়োকেমিস্ট্রিতে অনার্স-সহ বি এসসি।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা ২২ ফেব্রুয়ারি। সময়সীমা ৮০ মিনিট। পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে ইংলিশ, মাইক্রোবায়োলজি এবং বায়োকেমিস্ট্রি বিষয়ে।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.wbuhs.ac.in আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে প্রার্থীর এক কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো সেঁটে দেবেন। পরীক্ষার ফি বাবদ ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে দিতে হবে ৩,০০০ টাকা। ড্রাফটটি 'The West Bengal University of Health Sciences'-এর অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় হতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ পূরণ করা আবেদনপত্র ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সরাসরি জমা দিতে হবে এই ঠিকানায়: The Office of Controller of Examinations, The West Bengal University of Health Sciences, DD-36, Sector-1, Salt Lake, Kolkata-700 064. খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরগুলিতে: (০৩৩) ২৩২১-৩৪৬১, ২৩৩৪-৬৬০২।

ড্রামাটিক আর্টসে ডিপ্লোমা ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামায়

ড্রামাটিক আর্টসের তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা। থিয়েটারে অভিনয়, ডিজাইন, পরিচালনা সহ নাট্য-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় শেখানো হয় এই কোর্সে। কোর্স চলাকালীন স্কলারশিপ পাওয়া যাবে। ক্লাস শুরু হবে জুলাই মাসে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে-কোনও শাখায় স্নাতক। অন্তত ছয়টি আলাদা থিয়েটার প্রোডাকশনের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা আবশ্যিক। প্রমাণস্বরূপ কোনও শংসাপত্র, অংশগ্রহণের সার্টিফিকেট, খবরের কাগজের ছাপা খবর, লিফলেট, ব্রোশিওর জমা দিতে হবে। কাজ চালানোর মতো হিন্দি বা ইংরেজি জানতে হবে। এ ছাড়া কোনও একজন নাট্য ব্যক্তিত্বের রেকমেন্ডেশন জমা দিতে হবে।

বয়স: ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি প্রার্থীরা ৫ বছরের ছাড় পাবেন।

স্কলারশিপ: নির্দিষ্ট মাসিক ৮,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে একটি অডিশন নেওয়া হবে। কলকাতা অন্যতম অডিশনকেন্দ্র। দ্বিতীয় ধাপে নির্বাচিত প্রার্থীদের একটি পাঁচ দিনের কর্মশালায় যোগ দিতে হবে। নয়া দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামায় এই কর্মশালা চলবে। সবশেষে একটি মেডিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্ত নির্বাচন হবে। আবেদন করা যাবে অনলাইন ও অফলাইন, দুই প্রক্রিয়াতেই। অনলাইন আবেদন করা যাবে এই দু'টি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.onlineadmission.nsd.gov.in, www.nsd.gov.in আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি। ফি বাবদ দিতে হবে ৫০ টাকা। নেট ব্যাঙ্কিং, ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। অফলাইনের ক্ষেত্রে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। ফি বাবদ দিতে হবে ২২৫ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। ড্রাফটি 'Director, National School of Drama, New Delhi'-র অনুকূলে প্রদেয় হতে হবে। যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Dean Academic, National School of Drama, Bahawalpur House, Bhagwandas Road, New Delhi – 110001. বিশদ জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

অম্বুজা সিমেন্টে ৩ প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: হাওড়া জেলার তফসিলি জাতি ও উপজাতি এবং বি পি এল সম্প্রদায়ভুক্ত তরুণ-তরুণীদের নিখরচায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিউয়িং মেশিন অপারেটর এবং কাস্টমার কেয়ার এক্সিকিউটিভের প্রশিক্ষণ দেবে অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশন। ৩ মাসের আবাসিক প্রশিক্ষণ।

অন্তত মাধ্যমিক পাশ তরুণ-তরুণীরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। প্রশিক্ষণ শুরু হবে ১২ ফেব্রুয়ারি।

সংস্থার হোস্টেলে থেকে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। থাকা-খাওয়া ও প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য কোনও ফি লাগবে না। মূল প্রশিক্ষণের সঙ্গে কম্পিউটার, সাধারণ ইংরেজি শেখানো হবে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

আগ্রহীরা নীচের ঠিকানায় আবেদনপত্র জমা দেবেন ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। তথ্যের জন্য বেলা ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন এই দুই নম্বরে: ৯৭৪৮৪০৭৯০০, ৭৯৮০৭২০৮৬৮।

টু-হুইলার টেকনিশিয়ান: টি ভি এস মোটর কোম্পানির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে টু-হুইলার টেকনিশিয়ানের ট্রেনিং দেবে অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশন। মোট ৬ মাসের প্রশিক্ষণ। এর মধ্যে ৩ মাসের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ হবে টি ভি এস মোটর কোম্পানির সার্ভিস সেন্টারে। ট্রেনিং শেষে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে।

অন্তত ক্লাস এইট পাশ হলে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। প্রশিক্ষণ শুরু হবে ২০ ফেব্রুয়ারি। ফি ১০০০ টাকা। ভর্তি হতে হবে ১৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। তথ্যের জন্য বেলা ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন এই দুই ফোন নম্বরে: ৯৬৮১৪৬৪১৫৬, ৮৫৩৬০০৩১৭১। সবক'টি কোর্সের ক্ষেত্রেই যোগাযোগের ঠিকানা: অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশন, সাঁকরাইল, ধুলাগড়ী, হাওড়া।

স্কলারশিপের খোঁজখবর

রয়্যাল থাই গভর্নমেন্ট এইচ এম কুইনস মাস্টার্স স্কলারশিপ ২০২০

পরিবেশ-সংক্রান্ত বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্স পড়তে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ দিচ্ছে থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির স্কুল অব এনভায়রনমেন্ট, রিসোর্সেস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। স্কলারশিপ দেওয়া হবে ২২ মাসের জন্য। স্কলারশিপ বাবদ টিউশন ফি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে থাকা-খাওয়ার খরচ দেওয়া হবে। আবেদনের যোগ্যতা: ৩.৫ সি জি পি এ-সহ সংশ্লিষ্ট বা সমতুল বিষয়ে স্নাতক। ইংরেজি ভাষায় ভাল জ্ঞান থাকতে হবে। আবেদন করতে হবে অনলাইনে। বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.b4s.in/karma/HQR2 আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ ফেব্রুয়ারি।

(তথ্য সহায়তা: buddy4study)

কলকাতা বইমেলায় শিশু সাহিত্য সংসদ-এর ২৬১ নং স্টলে

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর উপন্যাস
বিষাদগাথা
হারানো অতীত থেকে ঝাঁপানো বর্তমান অবধি বিস্তৃত বাংলার স্মৃতি-ইতিহাস। নদীহারা এক গ্রামের দর্পণে দুই শতাব্দী যাপনের নিবিড় মায়াচিত্র কিংবা সমকালীন রূপকথা। দ্বিতীয় মুদ্রণ ₹২০০

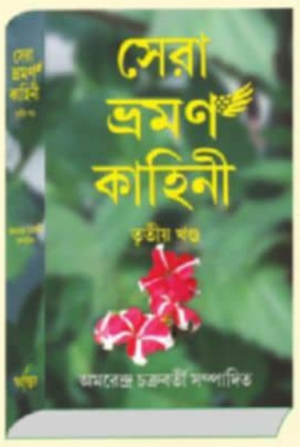

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
ভ্রমণকাহিনীর মহাসংকলন
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের অবিস্মরণীয় ভ্রমণকথা
১ম খণ্ড ৪র্থ মুদ্রণ ₹৫০০
২য় খণ্ড ৩য় মুদ্রণ ₹৩০০
৩য় খণ্ড ১ম প্রকাশ ₹৩০০

বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া
১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। ৭ম মুদ্রণ ₹৩০০

শঙ্খ ঘোষের ইছামতীর মশা ₹১৫০ বেড়াতে যাবার সিঁড়ি ₹১২০
নবনীতা দেব সেনের ভ্রমণের নবনীতা ₹১২৫
প্রতাপকুমার রায়ের দেশে দেশে ₹৭৫
বসন্ত সিংহ রায়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান ₹১৫০
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর বন্ধুভরা বসুন্ধরা ₹১২০
রবীন চক্রবর্তীর বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে ₹৯০
শঙ্করপ্রসাদ রায়চৌধুরীর চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া ₹৯০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর গল্পসংকলন নিমফুলের মধু ₹৬০
অমিতাভ চৌধুরির মহাজনসঙ্গ ₹১২০
কালীকৃষ্ণ গুহর গ্রিক কথামৃত ₹১৫০
ক্ষণকথক বিরচিত ক্ষণের বচন ₹৪৫
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত কবিতা-পরিচয় ₹৩০০
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতার বই ভূমিকম্পের রাত ₹১০০
মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৬০
নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে ₹৩০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাজের বই কাজের বাংলা ₹৩০
শিশিরকুমার আচার্যর বাংলা সমাস ₹৭৫
বাংলা প্রত্যয় প্রকরণ ও পদ্ধতি ₹১০০

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
গরিলার চোখ
মধ্য আফ্রিকার রোয়ান্ডার আদিম অরণ্যে গরিলাদের মুখোমুখি। কিশোর উপন্যাস। ₹৮০
সাহিত্য অকাদেমি (শিশুসাহিত্য) পুরস্কারপ্রাপ্ত

মহাশ্বেতা দেবীর
তুতুল ৩য় মুদ্রণ ₹৬০

কানাইলাল চক্রবর্তীর
কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০
চলো দেখে আসি দশম মুদ্রণ ₹৫০
চড়ুইয়ের সঙ্গে ₹১৫

মৈত্রেয়ী নাগের
আষাঢ়ে গল্প ₹৬০
নেকড়ের চোখ ₹৬০
বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০
প্রখ্যাত ফরাসি লেখক দানিয়েল পেনাক-এর L'OEIL DU LOUP বইয়ের অনুবাদ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বকবকম ₹১৫
পূর্ণেন্দু পত্রীর আমার ছেলেবেলা ₹১৮
পবিত্র সরকারের কথামালা: ছড়ায় ঢালা ₹১৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটদের বই

নতুন ছড়ার বই
জল-বাতাসা
প্রত্যেক পাতায় দেবব্রত ঘোষের প্রাণঢালা চিত্রাঙ্কন। মূল্য ৮০ টাকা

সঙ্গে বিনামূল্যে লেখকের কালোত্তীর্ণ কিশোর উপন্যাস ঋষিকুমার

হীরু ডাকাত

পাগলকরা ছন্দে দম বন্ধ করা ডাকাতের গল্প। ১০ম মুদ্রণ ₹১২০

চোখে দেখা গল্প
মোঙ্গোলিয়ায় যাযাবরদের তাঁবুতে, সিরিয়ায় মরুভূমিতে বেদুইনদের সঙ্গে, আফ্রিকার জঙ্গলে গরিলাদের মুখোমুখি, শ্রীলংকায় ভেলায় চড়ে ভারত মহাসাগর। চোখে দেখা সব সত্যি গল্প। যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত ₹১৫০

বরফের বাগান
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
দুঃসাহসিক সমুদ্র-অভিযানের রুদ্ধশ্বাস কাহিনি। পাতায় পাতায় ছবি ₹১২০

সঙ্গে বিনামূল্যে দু'ঘণ্টার অখণ্ড MP3 সিডি

শাদা ঘোড়া

ছোটদের স্বপ্ন আর যুদ্ধের রূপকথা। পাতায় পাতায় দেবব্রত ঘোষের ছবি। নানা ভাষায় অনূদিত। ৭ম মুদ্রণ ₹৭০

আমাজনের জঙ্গলে
আমাজনের গভীরে রহস্যে ঢাকা অরণ্যবাসীদের নিয়ে বিস্ময়কর কিশোর উপন্যাস।
৭ম মুদ্রণ ₹৭০

লেখকের অন্যান্য বই: লিচুবাগানের চৌকিদার ₹৮০ ছেঁড়াকাঁথার গল্প ₹৭৫ ঋষিকুমার ₹২০ ভূতের বাঁশি ₹৪০ পাখির খাতা ₹৪০ তালগাছের ডোঙা ₹২০ মাতলাগাঙের ভূত ₹৭৫ গৌর যাযাবর ₹১২০

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

ট্রান্সপোর্টেশন ও লজিস্টিক ক্ষেত্রে লক্ষ কাজ ...পৃঃ ১৩
খেলাধূলার পাঠ ফিজিক্যাল এডুকেশন স্পোর্টস সায়েন্স ...পৃঃ ১২

কর্মক্ষেত্র
জীবিকার আটঘাট

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে কর্মক্ষেত্র পুরস্কার
প্রতি মাসেই ৫০০০ টাকা
পুরস্কৃত প্রবন্ধ ১১ পাতায়

বিজ্ঞাপন সংস্থায় বিবিধ চাকরির সুযোগ

খবরের কাগজ থেকে ওয়েবসাইট, টেলিভিশন থেকে হোর্ডিং, যেদিকে চোখ যায় বিজ্ঞাপন আর বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করার একটাই শর্ত— ক্রিয়েটিভিটি বা সৃষ্টিশীলতা। ইলাস্ট্রেটর, কপিরাইটার, ফোটোগ্রাফার, গ্রাফিক ডিজাইনার ইত্যাদি পদে চাকরির সুযোগ আছে। যে-কোনও বিভাগে স্নাতক হয়ে আগ্রহীরা বিজ্ঞাপন সংস্থায় আবেদন করতে পারেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি: খবরের কাগজ, হোর্ডিং, ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া, টিভি, লিফলেট— বিজ্ঞাপন নজর কাড়ে সর্বত্র। গাড়ি থেকে জুতো, প্রসাধনী থেকে জীবনবিমা, কড়াই থেকে সিমেন্ট, মোবাইল থেকে কলম, বাজারের সমস্ত পণ্যেরই বিজ্ঞাপন তৈরি ও প্রদর্শিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এমনকী সমাজকল্যাণ মূলক প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করতে সরকারকেও নির্ভর করতে হয় বিজ্ঞাপনেরই উপর। সব মিলিয়ে আমাদের রোজকার জীবনে বিজ্ঞাপনের একটা বড় ভূমিকা আছে।

বিজ্ঞাপন তৈরি করে বিজ্ঞাপন সংস্থা বা অ্যাড এজেন্সি। কাজটা এক ধরনের টিম-ওয়ার্ক। কোনও একজনের পক্ষে গোটা একটা বিজ্ঞাপন তৈরি করা সম্ভব নয়। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কপি রাইটার, ইলাস্ট্রেটর, ফোটোগ্রাফার, গ্রাফিক ডিজাইনার, আর্ট ডিরেক্টর, মার্কেটিং ম্যানেজার, ব্র্যান্ড ম্যানেজার-দের মেধা, সৃষ্টিশীলতা ও পরিশ্রম।

যে-কোনও ক্ষেত্রে পড়াশোনা করেই অ্যাড এজেন্সিতে চাকরি করা যায়। বিজ্ঞাপনের দুনিয়ায় চাকরির বাজারও বেশ ভালো।

বিজ্ঞাপন তৈরির কাজে যাঁরাই আসবেন আশপাশের দ্রব্য এবং তার বিজ্ঞাপন সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, রাজনীতি, জলবায়ুর পরিবর্তন এই সবকিছুর ব্যাপারে আপ-টু-ডেট থাকতে হবে। বিভিন্ন স্তরের মানুষের সম্পর্কে জানতে হবে।

ইলাস্ট্রেটর

আর্ট কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা ইলাস্ট্রেটর হিসেবে বিজ্ঞাপন সংস্থায় যোগ দিতে পারেন। প্রধানত অ্যাপ্লায়েড আর্ট বা কমার্শিয়াল আর্ট নিয়ে যাঁরা পড়াশোনা করেছেন তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ছবি

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সৃজনশীলতা থাকলে যে-কোনও বিষয় নিয়ে পড়েই বিজ্ঞাপনের জগতে কাজ করা যায়

সুদীপ মজুমদার, *ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর, এস ও এস আইডিয়াজ*

আর্ট কলেজ থেকে পাশ করার পর শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞাপন সংস্থার অফিসে ইন্টার্নশিপ করতে আসেন। আবার বাংলা, ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে এম এ পড়ে কিংবা মাস কমিউনিকেশন পাশ করেও কপি রাইটার হিসেবে ইন্টার্নশিপ করতে আসেন। আমাদের অফিসেও আসেন। তিন থেকে ছ'মাস চলে ইন্টার্নশিপ পর্ব। ইন্টার্নশিপের পর সেই অভিজ্ঞতা পুঁজি করে তাঁরা অন্যত্র চাকরির দরখাস্ত করতে পারেন। খবরের কাগজের চেয়ে অনলাইনে অ্যাড এজেন্সির চাকরির খবর বেশি থাকে। তাছাড়া অনেক সময় ইন্টার্নশিপ চলার সময় আমরা যদি দেখি প্রার্থীর ক্রিয়েটিভ সেন্স বেশ ভালো, তাহলে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। এ সুযোগ সব অফিসেই থাকে। তাই ইন্টার্নশিপের পর্বটায় খুব মন দিয়ে কাজ করা উচিত।

বর্তমানে প্রিন্ট মিডিয়ার চেয়ে ডিজিটাল দুনিয়ার ক্ষেত্রটি অনেক দ্রুত হারে বাড়ছে। তাই মাল্টিমিডিয়া, ফ্ল্যাশ, অ্যানিমেশন এবং বিভিন্ন আর্ট-অ্যাপ সম্পর্কে আপ-টু-ডেট থাকতেই হবে।

বিজ্ঞাপনে কাজ করার একটাই মূল মন্ত্র— সেটা হল ক্রিয়েটিভিটি বা সৃষ্টিশীলতা। একজন ইঞ্জিনিয়ার বা অর্থনীতির ছাত্রেরও যদি কোনও বিষয়কে নিয়ে লেখার ক্ষমতা থাকে তাহলে তিনি চাকরি পেতে পারেন বিজ্ঞাপন সংস্থার অফিসে। আমি এমন একজন বড় কপি রাইটারকে চিনি, যিনি কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। সুতরাং লেখালেখির অভ্যাস থাকলে অন্য বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেও বিজ্ঞাপনের অফিসে কপি রাইটারের কাজ পাওয়া সম্ভব।

ইলাস্ট্রেটর বা গ্রাফিক ডিজাইনার নেওয়ার সময় দেখা হয়, তাঁরা আর্ট কলেজের ফাইনালে কী ধরনের প্রোজেক্ট করেছেন। ওটাই কিন্তু পোর্টফোলিও হিসেবে দেখায় প্রার্থীরা। তাই ফাইনাল ইয়ারের প্রোজেক্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

যাঁরা ভবিষ্যতে বিজ্ঞাপনের জগতে কাজ করতে চান তাঁদের বলি, একটা বিজ্ঞাপন তৈরি করার আগে ভাবতে হয় কাদের জন্য বিজ্ঞাপনটি তৈরি হচ্ছে। তারপরে দেখতে হয়, তাঁরা সমাজের কোন স্তরে অবস্থান করছেন, অর্থাৎ

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজমেন্টে ভর্তি চলছে

কলকারখানা, অফিস, আধুনিক বহুতল, মাল্টিপ্লেক্সে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা এবং অগ্নিনির্বাপণ-সংক্রান্ত পৃথক বিভাগ থাকা বাধ্যতামূলক হয়ে গিয়েছে। ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়লে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজকে পেশা হিসেবে নেওয়ার সুযোগ আছে। মাধ্যমিক পাশ করলেই আবেদন করা যাবে। এখন ভর্তি চলছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোথাও আগুন লাগলে তার মোকাবিলায় দমকল কর্মীরা অবশ্যই রয়েছেন। কিন্তু আগুন যাতে না লাগে তার জন্য কিছু সাবধানতা বিধি আছে। প্রাথমিক পর্যায়ে আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য রয়েছে বিশেষ প্রযুক্তি। বেশি লোকসমাগম হয় এইরকম জায়গা, যেমন, হাইরাইজ বিল্ডিং, সিনেমা হল, শপিং মল, অফিস, কলকারখানা, মেলায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ও অন্যান্য ব্যবস্থা রাখা এখন বাধ্যতামূলক।

জনবহুল জায়গায় আগুন থেকে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজমেন্টের কর্মীরা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি বড় সংস্থায় এই পেশার দক্ষ কর্মীর প্রচুর চাহিদা। বিপদ থেকে অপরকে বাঁচানোর মতো মানসিক জোর এবং শারীরিক সক্ষমতা থাকলে আপনিও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে যোগ দিতে পারেন এই পেশায়।

কী পড়বেন, কারা পড়বেন

ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজমেন্টের এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পড়ায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট। অন্তত মাধ্যমিক বা সমতুল পাশ হলে আবেদন করা যাবে। বয়স হতে হবে ৩৫ বছরের মধ্যে। তবে যাঁদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের জন্য বয়সের কোনও বিধিনিষেধ নেই।

পড়ার খরচ: ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজমেন্টের এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্সটি পড়ার মোট খরচ ৪৯,০০০

এরপর চোদ্দোর পাতায়

মানুষ ও পরিবেশ যাতে নিরাপদে থাকে সেটা দেখাই দায়িত্ব

দেবনাথ গোস্বামী, *ফায়ার অপারেটর, মার্লিন গ্রুপ, প্রাক্তন ছাত্র, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট*

আগুন লাগলে শুধু জীবন নয়, সম্পত্তি এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশও নষ্ট হতে পারে।

যথাযথ অগ্নি নির্বাপক বিভাগ থাকলে তবেই কোনও সংস্থা সরকারের থেকে 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' পায়। এই বিভাগে দক্ষ ফায়ার ইনচার্জ, অফিসার, অপারেটর, ফায়ার টেকনিশিয়ানরা থাকেন। হোটেল, হাসপাতাল, রেস্তোরাঁ, মাল্টিপ্লেক্স, কারখানা ও যে-কোনও বড় শিল্পে ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষিত কর্মীর খুব চাহিদা এখন।

আমি বি এসসি পড়তে পড়তেই ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট কোর্সে অ্যাডমিশন নিই এই প্রতিষ্ঠানে। ক্যাম্পাসিংয়ের মাধ্যমে চাকরি হয়। এখানে আমার মূলত আগুন সংক্রান্ত নিরাপত্তা নিয়ে কাজ। তবে নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে সচেতন থাকতে হয় এই পেশার কর্মীদের। প্রতিদিন সবকিছু পরীক্ষা করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা, সামগ্রিক নিরাপত্তার খেয়াল রাখতে হয়। কাজের সূত্রে কোনও কর্মীর শারীরিকভাবে ক্ষতি হচ্ছে কি না, খেয়াল রাখতে হয় সেদিকেও।

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

নার্সিং ও প্যারামেডিক্যাল কোর্স পড়ে গড়ুন কেরিয়ার

বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছাত্রছাত্রীরা দিতে পারেন জেনপাস। উত্তীর্ণরা পড়তে পারেন নার্সিং, ফিজিওথেরাপি, অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি ইত্যাদি স্বাস্থ্যপরিষেবা-সংক্রান্ত স্নাতক কোর্স। জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনস বোর্ড দ্বারা পরিচালিত এই পরীক্ষা নেওয়া হবে ১০ মে। রাজ্য জুড়ে রয়েছে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র। আবেদন করতে পারেন এখনই।

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটা সময় ছিল যখন চিকিৎসা পরিষেবার কথা ভাবলেই চোখে ভেসে উঠত ডাক্তার ও নার্সের ছবি। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এখন অনেকটাই প্রযুক্তিনির্ভর। ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে রাখা আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করে রোগীর শারীরিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ করেন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ও টেকনিশিয়ানরা। কিডনির সমস্যা নিয়ে আসা রোগীর ডায়ালিসিস করেন ডায়ালিসিস টেকনিশিয়ান। আবার অপারেশন থিয়েটারে ডাক্তারকে সাহায্য করার জন্য থাকেন অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্ট এবং ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট। এঁরা সবাই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত রয়েছেন চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (হু)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্ব জুড়ে প্রয়োজনের তুলনায় এই টেকনোলজিস্টদের ঘাটতি দাঁড়াবে প্রায় দেড় কোটি। ভারতেও দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীর যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

ভর্তির জন্য জেনপাস

চিকিৎসা পরিষেবার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই টেকনিশিয়ানের পেশায় আসতে চাইলে পড়তে পারেন এই ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্নাতক কোর্স। তবে এইসব কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য দিতে হয় একটি প্রবেশিকা পরীক্ষা। পরীক্ষাটির নাম— জয়েন্ট এন্ট্রান্স টেস্ট ফর নার্সিং, প্যারামেডিক্যাল অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস-ইউ জি, সংক্ষেপে জেনপাস। পিওর সায়েন্স অর্থাৎ ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি বা ম্যাথমেটিক্স নিয়ে যাঁরা উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছেন কিংবা এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেন, তাঁরা বসতে পারেন জেনপাস পরীক্ষায়। পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনস বোর্ড এই পরীক্ষাটি নেয়। ২০২০-র জেনপাস আয়োজিত হবে ১০ মে।

কী কী কোর্স

জেনপাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে পড়া যাবে এই সব বিষয়— ●বি এসসি নার্সিং ●ব্যাচেলর ইন ফিজিওথেরাপি ●ব্যাচেলর অব অডিওলজি অ্যান্ড স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজি ●ব্যাচেলর অব মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান (বি এম এল টি) ●ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজি (বি এসসি ইন সি সি টি) ●ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি (বি এসসি ইন ও টি টি) ●ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন পারফিউশন টেকনোলজি (বি এসসি পি টি) ●ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট (বি এসসি পি এ) ●ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন ইলেক্ট্রোফিজিওলজি ●ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং সায়েন্স ●ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন ডায়ালিসিস।

আবেদনের যোগ্যতা

সবক'টি কোর্সের ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ।

ব্যাচেলর অব অডিওলজি অ্যান্ড স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজি কোর্সের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি বা ম্যাথমেটিক্স বা কম্পিউটার সায়েন্স বা স্ট্যাটিস্টিক্স বা ইলেক্ট্রনিক্স বা সাইকোলজি পড়ে থাকতে হবে। বাকি বিষয়ের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি এবং ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে।

নার্সিং কোর্সের জন্য শুধু মহিলারাই বিবেচিত হবেন।

বি এসসি নার্সিং কোর্সে ভর্তি হতে গেলে উচ্চমাধ্যমিকে অন্তত ৪৫ শতাংশ এবং অন্যান্য কোর্সের ক্ষেত্রে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। রাজ্যের তফসিলি, ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা মোট নম্বরের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন।

বয়স: সবক'টি কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রেই বয়স ১৭ বছরের উর্ধ্বে হতে হবে। নার্সিং এবং ফিজিওথেরাপি বিষয়ের ক্ষেত্রে বয়সের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই। অডিওলজি অ্যান্ড স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজি বিষয়ের ক্ষেত্রে ২৫ বছর এবং অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে ৪০ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে।

সরকারি নিয়মানুসারে রাজ্যের তফসিলি, ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষিত হবে।

পরীক্ষার ধরন

পরীক্ষা নেওয়া হবে দু'টি পত্রে— ফিজিক্স অ্যান্ড কেমিস্ট্রি (মোট নম্বর ১০০) এবং বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস (মোট নম্বর ১০০)। প্রশ্ন হবে উচ্চমাধ্যমিক মানের। অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। প্রতি প্রশ্নের মান ২। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি পত্রের পরীক্ষা সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা এবং বায়োলজিক্যাল সায়েন্স পত্রের পরীক্ষা দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত।

পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল (ব্র্যাকেটে সেন্টার কোড): কলকাতা-মধ্য (৮১১), কলকাতা-উত্তর সল্ট লেক (৮১২) কলকাতা-দক্ষিণ (৮১৩), বাঁকুড়া (৬৮১), আসানসোল (৭০১), দুর্গাপুর (৭০২), বর্ধমান (৭১১), কোচবিহার (৭২১), শিলিগুড়ি (৭৩২), শ্রীরামপুর (৭৬৩), হাওড়া (৭৭০), মালদা (৮২১), খড়্গপুর (৮৩২), হলদিয়া (৮৪২), বহরমপুর (৮৫১) এবং কল্যাণী (৮৬১)।

পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ৫ মে থেকে ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.wbjeeb.in

কীভাবে আবেদন

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.wbjeeb.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদন করা যাবে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

অনলাইন আবেদনের শুরুতেই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

রেজিস্ট্রেশনের পর অ্যাপ্লিকেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় জেপেগ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা প্রার্থীর রঙিন ফটো (হালকা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডে তোলা, ৩ থেকে ১০০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালির সই (৩ থেকে ৩০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা। ব্যাঙ্ক চার্জ অতিরিক্ত। ফি দেওয়া যাবে অনলাইনে নেট ব্যাঙ্কিং বা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। ফি জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্টের প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর 'কনফার্মেশন পেজ'-এর এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটিও কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে। আবেদনের সময় কোনও ভুল তথ্য দিয়ে থাকলে তা সংশোধন করা যাবে ১৪ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই টোল ফ্রি হেল্পডেস্ক নম্বরে: ১৮০০-১০২৩-৭৮১।

কাজের সুযোগ

প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ কর্মীদের সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যপরিষেবা ক্ষেত্রে চাকরির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, মাল্টিস্পেশ্যালিটি, সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল ছাড়াও প্রশিক্ষিত নার্সরা যোগ দিতে পারেন মিলিটারি নার্সিং সার্ভিসে। কাজের সুযোগ রয়েছে ন্যাশনাল হেলথ মিশনের অধীনস্থ বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যপ্রকল্পে। কাজের অভিজ্ঞতা বাড়লে সিস্টার টিউটর ও নার্সিং ট্রেনার হিসেবে যোগ দেওয়া যায় বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায়।

প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ টেকনিশিয়ানদের চাকরির সুযোগ আছে সরকারি-বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, মাল্টিস্পেশ্যালিটি ও সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল এবং বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। চাকরি পাওয়া যায় ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশন, ন্যাশনাল হেলথ মিশনের মতো বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে। এছাড়া জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি নিয়োগ করে থাকে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের। দেশের সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী (সি আর পি এফ, বি এস এফ, আই টি বি পি, সি আই এস এফ) এবং রেলেও নিয়োগ পান তাঁরা।

অডিওলজি অ্যান্ড স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজির ডিগ্রিধারীদের সরকারি হাসপাতাল, মাল্টি-স্পেশ্যালিটি হসপিটাল, হিয়ারিং এইড ইন্ডাস্ট্রি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রিহ্যাবিলিটেশন ও রিসার্চ সেন্টারে চাকরি হতে পারে। তাঁরা ব্যক্তিগত ক্লিনিকও খুলতে পারবেন।

প্রশিক্ষিত ফিজিওথেরাপিস্টদের ভালো চাহিদা রয়েছে সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, কমিউনিটি হেলথ সেন্টার, রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে। এছাড়াও স্পোর্টস অ্যাকাডেমি, স্পোর্টস ক্লিনিক, ফিটনেস সেন্টারগুলিতে চাকরির সুযোগ রয়েছে।

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে কর্মক্ষেত্র পুরস্কার

জানুয়ারি মাসের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী **শিবশংকর মাইতি** ও **চিত্তরঞ্জন মান্ডি**

দু'জনেই পেলেন ২,৫০০ টাকা পুরস্কার

বিচার করেছেন এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ডিরেক্টর এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের প্রাক্তন ডেপুটি সেক্রেটারি **এম এন মাইতি**

পুকুরে ভিয়েতনামী কইয়ের চাষ

শিবশংকর মাইতি, আলুকরণবাড়, ভূপতিনগর-পূর্ব মেদিনীপুর

বিচারক: ভিয়েতনামী কই সাম্প্রতিক কালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে। এই মাছ সুস্বাদু হওয়ার পাশাপাশি এর চাষ নানা কারণে লাভজনক। পুকুর না হলেও চলে, অন্য মাছের সঙ্গে একই সঙ্গে চাষ করা যায়, চারা অবস্থায় মৃত্যুর হারও খুব বেশি না। উপরন্তু বাজারে ভিয়েতনামী কইয়ের চাহিদা এবং দামও যথেষ্ট। আয়-ব্যয়ের হিসাব মোটামুটি ঠিক বলেই মনে হচ্ছে। চাষের অন্যান্য খুঁটিনাটিও জানিয়েছেন।

আমি 'কর্মক্ষেত্র' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকা শুধু চাকরির খোঁজ দেয় না, বেকার তরুণ-তরুণীকে ব্যবসার সুলুকসন্ধান দেয় ও সঠিক দিশা দেখায়।

পুকুরে ভিয়েতনামী কই চাষ করে কীভাবে স্বনির্ভর হওয়া যায় তা কর্মক্ষেত্রের পাঠকদের জানাতে চাই।

ব্যবসাটি বেছে নেওয়ার কারণ

- পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু ভিয়েতনামী কই চাষের অনুকূল।
- ভিয়েতনামী কই দেশি কই মাছের মতোই সুস্বাদু। সেজন্য বাজারে এর চাহিদা ও দাম দুটোই বেশি।
- ৪ মাসে ভিয়েতনামী কই মাছের গড় ওজন হয় ২০০-২৫০ গ্রাম।
- পুকুর ছাড়াও সিমেন্টের চৌবাচ্চা তৈরি করে খুব অল্প জায়গাতে এই মাছের চাষ করা সম্ভব। এমনকী মিশ্র পদ্ধতিতে অর্থাৎ, অন্য মাছের সঙ্গে এই মাছের চাষ করা যায়।

চাষের জন্য পুকুর তৈরি

- পুকুরের জলের গভীরতা ৪-৫ ফুট হতে হবে। কম কাদাপূর্ণ এবং তলদেশে সামান্য বালি থাকলে ভালো হয়।
- পুকুরের পাড় ঢালু না হয়ে খাড়াই হতে হবে অথবা চারপাশ বাঁশের বেড়া বা মশারির নেট দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।
- পুকুর শুকনো করে, বিঘাপ্রতি ২০ কেজি কলিচুন প্রয়োগ করে তিনদিন পরে পুকুরে জল ঢোকাতে হবে। আরও দু'দিন পর সুস্থ ও রোগমুক্ত কইয়ের চারা ছাড়তে হবে।

মাছ ছাড়া ও তার পরিচর্যা

একক চাষে বিঘাপ্রতি ১০,০০০-১৫,০০০ কইয়ের চারা ছাড়তে হবে। মিশ্র চাষে এই সংখ্যা ৬,০০০-৭,০০০ হবে।

এই চাষের ক্ষেত্রে মাছকে ৩০-৪০% প্রোটিন জাতীয় খাদ্য দিতে হবে। তৈরি করা খাবার দিলেও চলবে। খাবারটা ভাসমান হলে ভালো।

প্রতি ১০ দিন অন্তর জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। চারা ছাড়ার এক মাস পর বিঘাপ্রতি ৫ কেজি জিওলাইট দিতে হবে।

প্রতি ১ মাস অন্তর ২০-৩০% জল পরিবর্তন করে নতুন জল ঢোকাতে হবে। প্রতি ১৫-২০ দিন অন্তর জলের পি-এইচ তাপমাত্রা, অক্সিজেন পরীক্ষা করে নিতে পারলে ভালো হয়।

মাছকে যাতে কোনও রোগে না ধরে সেদিকে চাষিকে লক্ষ রাখতে হবে। মেঘলা আবহাওয়ায় বা অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে খাবার দেওয়া চলবে না।

আয়-ব্যয়ের হিসাব

মোট ব্যয়

১ বিঘা পুকুর	নিজস্ব	
পুকুর প্রস্তুতি	৩,০০০	টাকা
মাছ, প্রতিটি ৫০ পয়সা দরে (১০,০০০ × ৫০)	৫,০০০	,,
খাবার, চুন ও অন্যান্য	৭,০০০	,,
শ্রমিকের পারিশ্রমিক বাবদ	১০,০০০	,,
মোট খরচ	২৫,০০০	টাকা

মোট আয়

ধরি, এক বিঘা জমিতে ১০,০০০ মাছ ছাড়লে ১,৫০০-র মতো মাছ বিভিন্ন কারণে মারা যাবে। অর্থাৎ (১০,০০০-১,৫০০) = ৮,৫০০ জীবন্ত মাছের গড়ে ২০০ গ্রাম ওজন হলে সব মিলিয়ে (৮,৫০০ × ২০০ গ্রাম) = ১,৭০০,০০০ গ্রাম = ১,৭০০ কেজি মাছ পাওয়া যাবে।

প্রতি কেজি মাছ ১০০ টাকা কেজি দরে মোট বিক্রয়মূল্য হবে (১৭০০ × ১০০) = ১,৭০,০০০ টাকা।

মোট লাভ : (মোট আয় - মোট ব্যয়)
= (১,৭০,০০০ - ২৫,০০০) = ১,৪৫,০০০ টাকা।

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পাঠকদের জন্য কর্মক্ষেত্র পুরস্কার

প্রতি মাসেই ৫০০০ টাকা

আপনাকে কী করতে হবে?

'কর্মক্ষেত্র'র প্রতি সংখ্যায় ব্যবসা-সংক্রান্ত বিভিন্ন সুলুকসন্ধান, পরামর্শ ও পথনির্দেশ প্রকাশিত হয়। এভাবে প্রতি মাসে প্রকাশিত ব্যবসার আলোচনা থেকে আপনার পছন্দমতো ব্যবসাটি বেছে নিন। এই ব্যবসাটি বেছে নেওয়ার পক্ষে আপনার যুক্তি, কীভাবে এগোবেন ও এ বিষয়ে আপনার যোগ্যতাই বা কী— এইসব বিবৃত করে একটি প্রবন্ধ লিখুন। ১,০০০ শব্দের মধ্যে।

এবার খামের ওপর 'স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে কর্মক্ষেত্র পুরস্কার' লিখে পাঠিয়ে দিন। ব্যস, এ-ই।

মার্চ-এর প্রতিযোগিতার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসের 'কর্মক্ষেত্র'-য় প্রকাশিত ব্যবসার আলোচনাগুলি থেকে আপনার পছন্দসই ব্যবসাটি বাছতে হবে।

লিখবেন কাগজের একপিঠে, পরিষ্কার হস্তাক্ষরে। প্রথম পৃষ্ঠার ওপরে ও প্রতি পৃষ্ঠার বাঁদিকে চওড়া মার্জিন রেখে। সঙ্গে নিজের একটি পাসপোর্ট মাপের ছবিও পাঠিয়ে দেবেন।

এভাবে প্রতি মাসেই যাঁর প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে, তাঁকে ৫,০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রবন্ধটি 'কর্মক্ষেত্র'য় প্রকাশিত হবে। আমরা আশা করব, পুরস্কৃত পাঠক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে তাঁর মনোমতো ব্যবসাটির গোড়াপত্তনে পুরস্কারের অর্থ কাজে লাগাবেন। কোনও একজনের প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ বিবেচিত না হলে একাধিক প্রতিযোগীকে যুগ্মভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে এবং মোট পুরস্কারমূল্য বিজয়ীদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে। পুরস্কৃত প্রবন্ধের বাইরেও সম্পাদকীয় বিচারে প্রশংসিত প্রবন্ধগুলি 'কর্মক্ষেত্র'য় প্রকাশিত হতে পারে।

আপনার লেখাটি ১০ মার্চ-এর মধ্যে পৌঁছনো চাই। পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

সম্পাদক, কর্মক্ষেত্র, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-১৯।

হাইব্রিড কুমড়োর চাষ

চিত্তরঞ্জন মান্ডি, সরগোড়া, পুঞ্চা-পুরুলিয়া

বিচারক: বেশ কয়েক বছর ধরে বর্ষায় ও শীতে তিন প্রকার প্রজাতির কুমড়ো চাষ করে থাকেন বলে জানিয়েছেন। চাষের উপকরণ ও পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানিয়েছেন। তবে বিপণন কীভাবে করছেন সেই বিষয়টি একটু বিশদে লিখলে লেখাটি সম্পূর্ণতা পেত। আগামী বছর চাষের পরিসর বাড়াতে চান বলে লিখেছেন। আমরা তাঁর সাফল্য কামনা করি।

আমি পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা থানার অন্তর্গত সরগোড়া নামে একটি ছোট গ্রামের বাসিন্দা। মাধ্যমিক পাশ। 'কর্মক্ষেত্র' পত্রিকায় 'গড়ে তুলুন নিজেকে' ও 'জীবিকার আটঘাট' এই বিভাগদু'টি আমার খুব ভালো লাগে। চাষবাসের পাশাপাশি আমি বিভিন্ন গ্রুপ-ডি পরীক্ষায় বসি। কয়েক বছর ধরে কুমড়ো চাষের অভিজ্ঞতার কথা এখানে তুলে ধরছি। আশা করছি, আমার অভিজ্ঞতা থেকে 'কর্মক্ষেত্র'-র পাঠকরা উপকৃত হবেন।

এই চাষ বেছে নেওয়ার কারণ

আমি ও আমার ভাই দু'জনে কুমড়ো চাষের সঙ্গে যুক্ত। আমি সাধারণত বছরে দু'টো সময়ে কুমড়ো চাষ করে থাকি। বর্ষায় ও শীতে। বর্তমানে আমি তিন প্রকার কুমড়ো চাষ করে থাকি— ● গোল আকৃতি মসৃণ ● লম্বা আকৃতি মসৃণ ● গোল আকৃতি শিরযুক্ত। কুমড়োর চাহিদা বছরভর থাকে। তবে অন্যান্য কুমড়োর তুলনায় শির আকৃতি কুমড়ো বেশি মিষ্টি এবং এর চাহিদাও বেশি। কুমড়ো কাঁচা অবস্থায় বিক্রি করা যায় অথবা নিজের বাড়িতে রেখে পাকা করে বাজারদর দেখে নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী বিক্রি করা যায়।

বোনার সময়

আমরা যে বীজ ব্যবহার করি তা হল অলকানন্দা-এ. কে. ৮১, (হাইব্রিড)। প্রধানত আষাঢ়, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে বীজ রোপণ করা হয়। দু'টি চারার মধ্যে দূরত্ব থাকতে হবে অন্তত ৫ ফুট × ৫ ফুট। কুমড়োর ফলন পাওয়া যায় ১১০-১২০ দিনে।

চাষের উপকরণ

জমি ও জল ছাড়াও কুমড়ো চাষের জন্য প্রয়োজন: ● উন্নত মানের হাইব্রিড বীজ (অলকানন্দা-এ. কে. ৮১) ●লাঙল ● মই ● পুরনো শুকনো গোবর ● ডি এ পি সার ●১০, ২৬, ২৬ সার ● ইউরিয়া ● ভিটামিন ● কীটনাশক ● কোদাল ● গাঁইতি ● আলুর খালি প্লাস্টিক বস্তা ●সুতলি ● স্প্রে মেশিন ● ডাইথেন (ধসার ঔষধ)।

চাষের পদ্ধতি

প্রথমে মাটিকে দুই থেকে চারবার কর্ষণ করে লেভেল করে নিতে হবে। এরপর লেভেল করা জমির উপর ৫ ফুট অন্তর ডুবলি কেটে যেতে হবে। প্রস্থও ৫ ফুট হবে। এরপর ডুবলির ভেতর পুরনো শুকনো গোবর ও হালকা পরিমাণ ডি এ পি সার দিতে হবে। তারপর ডুবলির ভেতর ত্রিভুজের আকারে তিনটি করে বীজ বসাতে হবে। বীজ বসানোর আগে ধসার পাউডার (ডাইথেন) বীজের গায়ে মাখিয়ে নিতে হবে। এক বিঘে জমিতে মোটামুটি ৩০০-৩৫০টি ডুবলি হবে। বীজ বোনার কাজ শেষ হলে একদিন পর মেশিন দিয়ে পুরো জমিকে ভিজিয়ে দিতে হবে অথবা টিন বা কলসি করে প্রত্যেক ডুবলিতে জল দিতে হবে। ৫-১০ দিনের মধ্যে বীজ বার হবে। বীজ বার হওয়ার ২০-২৫ দিন পর প্রত্যেক গাছের গোড়া

> কুমড়োর চাহিদা বছরভর থাকে। তবে অন্যান্য কুমড়োর তুলনায় শির আকৃতি কুমড়ো বেশি মিষ্টি এবং এর চাহিদাও বেশি। কুমড়ো কাঁচা অবস্থায় বিক্রি করা যায় অথবা নিজের বাড়িতে রেখে পাকা করে বাজারদর দেখে নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী বিক্রি করা যায়।

থেকে এক ফুট দূরত্বে হালকা পরিমাণ ডি এ পি সার দিয়ে কুড়িয়ে দিতে হবে। একদিন পর সেচ দিতে হবে। ৮-১০ দিন পর পুরো জমিকে কুড়িয়ে দিতে হবে ও সেইসঙ্গে বেড তৈরি করতে হবে। কুমড়োগাছে মাছি-পোকার আক্রমণ যদি দেখা যায় তাহলে ডিপটারেক্স গুঁড়ো ডাস্টার দিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। বিটল বা গুবরে পোকার আক্রমণ ঠেকাতে প্রতি লিটার জলে ২ মিঃ লিঃ ম্যালথিরান ৫০ ই সি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। অথবা প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম কারবরিল ৫০ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। প্রত্যেক কুমড়ো মোটামুটি ৫ কেজির ওপর ওজন হবে। সেচ মোটামুটি ৫-৬ বার দিতে হবে (জমি অনুযায়ী)

আয়-ব্যয় ও লাভের হিসাব

প্রাথমিক মূলধন

জমি কর্ষণ	১,০০০	টাকা
শ্রমিক	৩,০০০	,,
কোদাল	১৩০	,,
স্প্রে মেশিন	৮৫০	,,
গাঁইতি	৩৫০	,,
মোট খরচ	৫,৩৩০	টাকা

কার্যকরী মূলধন

বীজ: ৮ প্যাকেট (অলকানন্দা-এ কে ৮১)	৮০০	টাকা
সার-ডি এ পি ২০ কেজি	৬০০	,,
ধসার ঔষধ (ডাইথেন)	১০০	,,
গোবর (নিজস্ব)	—	—
ভিটামিন	২৫০	,,
মোট খরচ	১,৭৫০	টাকা

সর্বমোট খরচ: (প্রাথমিক মূলধন + কার্যকরী মূলধন)
= ৫,৩৩০ + ১,৭৫০) টাকা = ৭,০৮০ টাকা।

লাভের হিসাব: এক বিঘে জমিতে ৭০-৮০ গ্রাম কুমড়ো বীজ বপন করে ৩০-৩৫ কুইন্টাল কুমড়ো পাওয়া যাবে। প্রতি কিলোগ্রাম কুমড়োর পাইকারি বাজারদর যদি ১০ টাকা হয় তাহলে ৩০ কুইন্টাল কুমড়োর বিক্রয়মূল্য হবে ১০০ × ৩০ × ১০ টাকা = ৩০,০০০ টাকা।

সুতরাং মোট লাভ ৩০,০০০ - ৭,০৮০ টাকা = ২২,৯২০ টাকা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

আগামী বছর আরও একবিঘে জমিতে কুমড়ো চাষ করব বলে পরিকল্পনা নিয়েছি।

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

খেলাধূলার পাঠ ফিজিক্যাল এডুকেশন

ফিজিক্যাল এডুকেশন নিয়ে পড়লে কাজের সুযোগ এখন বহুমুখী। শিক্ষকতা ছাড়াও খেলা ও ফিটনেস সংক্রান্ত যে-কোনও কাজে যোগ দেওয়া যায়। স্নাতক কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। যে-কোনও বয়েসের ছেলেমেয়েরা এখনই আবেদন করতে পারেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেহ ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ অনেকাংশে নির্ভর করে খেলাধুলা এবং ব্যায়ামের উপর। সেজন্য স্কুল-স্তর থেকেই শারীরশিক্ষার পাঠ দেওয়া শুরু হয়। যাঁরা পরবর্তী জীবনে খেলাধুলাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন তাঁদের ক্ষেত্রে তো বটেই, বাকিদের ক্ষেত্রেও নিত্যদিনের ব্যস্ততার ফাঁকে নিজেদের ফিট রাখতে শরীরচর্চার কোনও বিকল্প নেই। ওবেসিটি বা দৈহিক স্থূলতাকে ঠেকিয়ে রাখতেও ব্যায়াম, যোগ, জিমে প্রযুক্তিনির্ভর শরীরচর্চাও বিশেষ কার্যকরী। তবে সবটাই করতে হবে শরীরের সহনশীলতা এবং নিয়ম মেনে।

নিয়ম মেনে শরীরচর্চা করার জন্য প্রশিক্ষকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাঁরা খেলাধুলা, ফিটনেস নিয়ে ভাবেন এবং বিষয়টাকে ভালোবাসেন তাঁরা ফিজিক্যাল এডুকেশনের প্রশিক্ষণ নিয়ে যোগ দিতে পারেন এই পেশায়। ঠিকভাবে নিজেকে তৈরি করতে পারলে এই পেশায় কাজ এবং উপার্জন দুইয়েরই প্রচুর সুযোগ রয়েছে। পড়তে পারেন ফিজিক্যাল এডুকেশনের স্নাতক কোর্স। ভর্তি নিচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

কারা পড়বেন

অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ যে-কোনও শাখায় স্নাতক। সঙ্গে— আন্তঃস্কুল বা কলেজ বা জেলা বা জোনাল ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের শংসাপত্র থাকতে হবে।

অথবা, যে-কোনও শাখায় স্নাতক। সঙ্গে— আন্তর্জাতিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকতে হবে বা জাতীয় বা আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানাধিকারী হতে হবে।

অথবা, অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর-সহ শারীরশিক্ষায় স্নাতক। অথবা, অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর-সহ যে-কোনও শাখায় স্নাতক, সঙ্গে—
- আবশ্যিক বা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে শারীরশিক্ষা পড়ে থাকতে হবে।

অথবা,
- আন্তঃস্কুল বা কলেজ বা জেলা বা জোনাল ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানাধিকারী হতে হবে বা জাতীয় বা রাজ্য বা আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকতে হবে।

অথবা,
- প্রশিক্ষিত শারীরশিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষিকা বা কোচ হিসেবে তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

খেলাধুলা সংক্রান্ত শংসাপত্র সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া সংস্থা বা এ আই ইউ বা আই ও এ বা এস জি এফ আই বা ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি এবং ও বি সি-দের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।

কোর্সের মেয়াদ ২ বছর। মোট আসন ৫০। এর মধ্যে ১২ টি মহিলাদের জন্য এবং ৩৮টি পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট। বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই।

কীভাবে আবেদন

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথ ভাবে। ফি বাবদ ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে দিতে হবে ১০০ টাকা। ড্রাফটি রেজিস্ট্রার, যাদবপুর ইউনিভার্সিটির অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় হতে হবে।

শিক্ষাগত ও খেলাধুলার যাবতীয় শংসাপত্রের নকল, দু'কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো এবং ডিমান্ড ড্রাফট-সহ পূরণ করা আবেদন পত্র সরাসরি জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় (সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৫ টা)— অফিস অব দ্য ডিন অ্যান্ড সেক্রেটারি, ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অব আর্টস (ইউ জি আর্টস বিল্ডিং), ১৮৮, রাজা এস সি মল্লিক রোড, কলকাতা ৭০০

এরপর তেরোর পাতায়

পেশা এবং প্যাশনকে মেলাতে পেরেছি

রুবিনা নস্কর, *ফিজিক্যাল এডুকেশন শিক্ষিকা, মল্লিকপুর গার্লস হাই স্কুল (প্রাক্তন ছাত্রী, ফিজিক্যাল এডুকেশন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)*

সরকারি স্কুলে তো বটেই, বেসরকারি স্কুলেও এখন ফিজিক্যাল এডুকেশন আবশ্যিক বিভাগ, ফলে চাকরির সুযোগ থাকে সেখানে। হেলথ টিচার নিয়োগ করা হয় প্রায় সব স্কুলে, সেখানেও যোগ দেওয়া যায়। সারা দেশেই কাজের সুযোগ আছে। আমার এই বিভাগের পরিচিত বন্ধুরা রাজস্থান, বেঙ্গালুরুতেও চাকরি করছেন।

আমি ইতিহাস নিয়ে পড়তাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বাস্কেটবল খেলতাম। ছোট থেকেই খুব পছন্দের খেলা ছিল বাস্কেটবল। কিন্তু এই প্যাশন নিয়ে এগোবার রাস্তা পাচ্ছিলাম না। আমার আগ্রহ দেখে অধ্যাপকরাই বলতেন ফিজিক্যাল এডুকেশন নিয়ে পড়ার জন্য। তারপর ফিজিক্যাল এডুকেশন নিয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাশ করে বেসরকারি স্কুলে চাকরি শুরু করি। পরে স্কুল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে এই স্কুলে যোগ দিলাম।

এখন ছাত্রীদের বাস্কেটবল খেলা শেখাই। আন্তঃজেলা স্কুল প্রতিযোগিতায় কোচিংও করাই। এই কাজের মধ্য দিয়েই পেশা এবং প্যাশনকে মেলাতে পেরেছি।

নতুন দিশা দেখাচ্ছে স্পোর্টস সায়েন্স

স্কুলের চাকরি থেকে স্পোর্টস কোচ, পার্সোন্যাল ট্রেনার থেকে থেরাপিস্টের চাকরির পথ সুগম করে স্পোর্টস সায়েন্স। বিষয়টি বিদেশে সুপরিচিত হলেও আমাদের দেশে এখনও নতুন। দিল্লি, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্রের মতো আমাদের রাজ্যেও আছে স্পোর্টস সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ।

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্পোর্টস সায়েন্স অর্থাৎ ক্রীড়াবিজ্ঞান, বিষয়টি অনেকদিন ধরে বিদেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপরিচিত। কয়েক বছর হল আমাদের দেশে বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রীড়াবিজ্ঞান নিয়ে শুরু হয়েছে গ্র্যাজুয়েশন, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন, ডিপ্লোমা এবং ডিসট্যান্স কোর্স। এমনকী এই বিষয়ে করা যায় পি এইচ ডি।

কী পড়বেন

কোন খেলোয়াড় কী ধরনের এক্সারসাইজ করবে সেটা বোঝার জন্য ফিজিওলজি পড়াটা জরুরি। পেশি সংক্রান্ত জ্ঞানের জন্য পড়তে হবে বায়োমেকানিক্স। খেলোয়াড়দের মনস্তাত্ত্বিক দিকটা বোঝার জন্য দরকার হয় সাইকোলজি জানার। সবক'টি বিষয়ই ক্রীড়াবিজ্ঞানের অন্তর্গত। একজন খেলোয়াড়কে শারীরিক ও মানসিকভাবে কীভাবে তৈরি হতে হবে সেটাই বলে দেন ক্রীড়াবিজ্ঞান বিশারদ। তাই খেলা অনুযায়ী এক্সারসাইজ, মাসল সংক্রান্ত জ্ঞান, শরীরচর্চা, ওষুধ ও খেলায় চোট পেলে কী ধরনের চিকিৎসা করতে হবে— মূলত এই বিষয়গুলি পড়ানো হয় ক্রীড়াবিজ্ঞানে। এই কোর্সে প্র্যাক্টিক্যাল, থিওরি দুটোই থাকে।

কাজের সুযোগ

ক্রীড়াবিজ্ঞান পড়ে সাধারণত যে-ধরনের কাজ পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—
- ✓সেকেন্ডারি স্কুলে শিক্ষকতা
- ✓স্পোর্টস কোচ
- ✓স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট অফিসার
- ✓স্পোর্টস থেরাপিস্ট
- ✓ফিটনেস সেন্টার ম্যানেজার
- ✓পার্সোনাল ট্রেনার।

কোথায় পড়বেন, কারা পড়বেন

- **দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব টিচার্স ট্রেনিং এডুকেশন প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (WBUTTEP&A)**

এই প্রতিষ্ঠানটি কলকাতার বি.এড ইউনিভার্সিটি নামে পরিচিত। এই বছর জুলাই মাস থেকে স্পোর্টস সায়েন্সের পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন পড়ানো শুরু হয়েছে। **যোগাযোগ:** (০৩৩) ২৪৭৫-০০৩৩

- **রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বেলুড় মঠ**

(ডিপার্টমেন্ট অব স্পোর্টস সায়েন্স অ্যান্ড যোগ)

এখানে স্পোর্টস সায়েন্সে মাস্টার ডিগ্রি পড়া যায়। বিজ্ঞানের যে-কোনও শাখায় স্নাতক হলে আবেদন করতে পারেন। গ্র্যাজুয়েশনে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ (সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৪৫ শতাংশ) নম্বর থাকতে হবে।

যোগাযোগ: ৯৮৩৬২-৩১৬৬৭, (০৩৩) ২৬৫৪-৯৯৯৯

- **ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, পুণে, মহারাষ্ট্র**

এই প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়াবিজ্ঞান নিয়ে ডিপ্লোমা

এরপর তেরোর পাতায়

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

ট্রান্সপোর্টেশন ও লজিস্টিক ক্ষেত্রে লক্ষ কাজের সম্ভাবনা

আগামী কয়েক বছরে ভারতের ট্রান্সপোর্টেশন ও লজিস্টিক ক্ষেত্রে কয়েক লক্ষ লোকের দরকার হবে। নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নেবেন ম্যানেজমেন্টের পেশাদাররা। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ২ বছরের এম বি এ পড়া যাচ্ছে। ২০২০-২২ ব্যাচে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি: আপনি কোনও পণ্য কেনার জন্য অনলাইন অর্ডার করলেন। পণ্যটি আসতে পারে দেশের দূরবর্তী কোনও প্রান্ত থেকে, এমনকী বিদেশ থেকেও। দেখবেন অনলাইন সংস্থাটি পণ্য পরিবহণের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করতে থাকে। পণ্যটি যে জাহাজে তোলা হয়েছে সে-কথা আপনি জানতে পারেন অনলাইন ব্যবস্থাতেই। এইভাবে জলপথে বা আকাশপথে তারপর রেলপথে বা সড়কপথে অথবা উভয়পথ ব্যবহার করেই একদিন আপনার দোড়গোড়ায় পৌঁছায় পণ্যটি।

সায়েন্স, কমার্স, ইকনমিক্স, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের অনার্স গ্র্যাজুয়েট এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যাচেলর্স ডিগ্রিধারীরা কোর্সটি পড়তে পারেন। ২০২০-২২ ব্যাচে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রার্থী বাছাই হবে ম্যাট, ক্যাট ইত্যাদির মতো পরীক্ষার স্কোরের ভিত্তিতে এবং গ্রুপ ডিসকাশন ও পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। গ্রুপ ডিসকাশন আয়োজিত হবে ১৭ ও ১৮ মার্চ। পার্সোনাল ইন্টারভিউ ২৩ ও ২৪ জুন। কোর্স শুরু হবে ২৪ জুলাই থেকে।

এ তো গেল শুধু পরিবহণ ব্যবস্থার কথা। এর সঙ্গে যুক্ত থাকে আরও কয়েকটি অনিবার্য ব্যবস্থা। যেমন, প্যাকেজিং। যেমন, গুদামজাতকরণ বা ওয়্যারহাউজিং। অনলাইন সংস্থাটি কোনও পণ্য প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে মজুদ রাখতে পারে। সেক্ষেত্রে কত পণ্য ওয়্যারহাউজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, কত পণ্য নতুন করে আনতে হবে সে-দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। হিসেবরক্ষণের পরিভাষায় এই কাজটিকে বলা হয় ইনভয়েসিং। শুধু অনলাইন পণ্য আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে যে এই কার্যক্রমগুলি জড়িত তা নয়। শপিং মলগুলির রিটেল ব্যবসার ক্ষেত্রেও এই কার্যক্রমগুলি ওতপ্রোত যুক্ত হয়ে থাকে। কার্যক্রমগুলিকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় লজিস্টিক ব্যবস্থা। পরিবহণ লজিস্টিক ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বর্তমানে তথ্য আদানপ্রদানের কাজটিও লজিস্টিক্সের অন্তর্ভুক্ত।

সড়ক, রেল, বিমান পরিবহণ, প্যাকেজিং, ওয়্যারহাউজিং মিলিয়ে ভারতের পরিবহণ-সহ সামগ্রিক লজিস্টিক্সের দুনিয়ায় প্রচুর কাজের লোকের দরকার হয়ে পড়েছে। কত নতুন কর্মীর দরকার এক্ষেত্রে? দেখা যাক সরকারি-বেসরকারি সংস্থার হিসেবনিকেশ।

সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

পেশাদার কর্মজগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিবিড় সমীক্ষা চালিয়ে কর্মসংস্থানের নতুন নতুন দিকের হদিশ দেয় টিমলিজ সংস্থা। এই সংস্থার 'ইন্ডিয়ান লজিস্টিক্স রেভেলিউশন— বিগ বেটস, বিগ জবস' শীর্ষক সমীক্ষা রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ২০২২ সালের মধ্যে সামগ্রিক লজিস্টিক্স ক্ষেত্রে অন্তত ৩০ লক্ষ লোকের দরকার হবে। অর্থমন্ত্রকের ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স বিভাগের তরফে সংসদে পেশ করা ২০১৭-১৮-র অর্থনৈতিক সমীক্ষাতেও ভারতের লজিস্টিক্স ক্ষেত্রে কয়েক লক্ষ চাকরির সুযোগ তৈরি হবে বলে জাননো হয়। বিশ্বব্যাঙ্কের লজিস্টিক্স পারফর্মেন্স ইনডেক্স বলছে, ভারতের লজিস্টিক্স ও সাপ্লাই চেন স্কেটর-এর বাড়বাড়ন্ত ঘটছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। একইসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ভারতের লজিস্টিক্স ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত কর্মীর যথেষ্ট অভাব রয়েছে, বিশেষ করে লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্টের পেশাদারদের অভাব প্রকট।

কেমন চাকরি

লজিস্টিক্সের জগতে চাকরি আছে নানা স্তরে। ম্যানেজমেন্টের পেশাদারদের চাকরি হতে পারে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, লজিস্টিক্স ও ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজার, সাপ্লাই চেন কোঅর্ডিনেটর, সাপ্লাই চেন অ্যানালিস্ট প্রভৃতি পদে।

অন্যান্যদের জন্য চাকরি আছে বুকিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ই-ডকুমেন্টেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্যুরিয়র ডেলিভারি এক্সিকিউটিভ, ওয়্যারহাউস প্যাকার, ইনভেন্টরি ক্লার্ক প্রভৃতি পদে।

অ্যামাজনের বিনিয়োগ প্রকল্প

ভারতে ৭ হাজার কোটি টাকা লগ্নি করবে বলে ঘোষণা করেছে অনলাইন সংস্থা অ্যামাজন। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট জেফ বেজোস সম্প্রতি ভারতে এসে জানিয়েছেন, ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতে তৈরি ৭০ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করবে তাঁর সংস্থা। জেস বোজোসের দাবি, অ্যামাজনের প্রস্তাবিত বিনিয়োগের ফলে ভারতে অন্তত ১ লক্ষ লোকের কাজের সুযোগ তৈরি হবে।

পড়াশোনা

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টে (আই আই এস ডব্লু বি এম) ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড লজিস্টিক্সের ২ বছরের এম বি এ কোর্সে পড়া যায়। ডিগ্রি দেয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সায়েন্স, কমার্স, ইকনমিক্স, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের অনার্স গ্র্যাজুয়েট এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যাচেলর্স ডিগ্রিধারীরা কোর্সটি পড়তে পারেন। স্নাতকে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। উপরোক্ত বিষয়গুলির স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরাও আবেদনের যোগ্য। সঙ্গে ম্যাট, ক্যাট, সি-ম্যাট, জে ই-ম্যাট, গেট প্রভৃতির মতো ম্যানেজমেন্ট পাঠের কোনও যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষার স্কোর থাকতে হবে।

২০২০-২২ ব্যাচে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রার্থী বাছাই হবে ম্যাট, ক্যাট ইত্যাদির মতো পরীক্ষার স্কোরের ভিত্তিতে এবং গ্রুপ ডিসকাশন ও পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। গ্রুপ ডিসকাশন আয়োজিত হবে ১৭ ও ১৮ মার্চ। পার্সোনাল ইন্টারভিউ ২৩ ও ২৪ জুন। কোর্স শুরু হবে ২৪ জুলাই থেকে।

ফি

২ বছরের ফি ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। পরিশোধ করা যায় বার্ষিক কিস্তিতে। এর মধ্যে ১০ হাজার টাকা ফেরতযোগ্য, কোর্স শেষে ফেরত পাওয়া যায়। কোর্সটি পড়ার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে শিক্ষাঋণ পাওয়ার সুযোগ আছে।

কী জানতে হয়

লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্টের পড়ুয়াকে জেনারেল ম্যানেজমেন্টের সাধারণ নীতিগুলি জানতেই হয়। জানতে হয় ম্যানেজেরিয়াল ইকনমিক্স, ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স, ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ও ফিনান্স। এর পরে বিশেষ করে জানতে হবে রোড ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট, ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট, রেল ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট, এয়ার ও পাইপলাইন ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট,

এরপর পনেরোর পাতায়

খেলাধূলার পাঠ ফিজিক্যাল এডুকেশন

বারোর পাতার পর

০৩২। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ১০ ফেব্রুয়ারি। বিশদ জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কাজের সুযোগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল এডুকেশন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ গোপালচন্দ্র সাহা 'কর্মক্ষেত্র'কে জানালেন, 'বিদেশে ফিজিক্যাল ফিটনেসের উপর যেভাবে জোর দেওয়া হয় আমাদের দেশে সেই অনুপাতে কম হলেও ছবিটা খুব দ্রুত পাল্টাচ্ছে। বেসরকারি কাজের একটি বড় পরিসর তৈরি হয়েছে। স্পোর্টস মার্কেটিং, কমেন্টেটর, স্পোর্টস জার্নালিস্ট, ট্রেনার, ফিটনেস স্পেশ্যালিস্ট, পার্সোন্যাল ট্রেনার, হেলথ এডুকেটর, স্পোর্টস ম্যানেজার, ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট হিসেবে প্রচুর কাজের সুযোগ রয়েছে। যে-কোনও খেলায় ফিজিক্যাল এডুকেটরের ভুমিকা আবশ্যিক।

সেইসঙ্গে স্পা, জিম ও অন্যান্য শারীরিক সুস্থতা চর্চার কেন্দ্রগুলিতেও ফিজিক্যাল এডুকেটরের চাকরি থাকে। দেশের বাইরেও কাজের সুযোগ অনেক। তবে সেক্ষেত্রে ফিজিক্যাল এডুকেশনে উচ্চশিক্ষা এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকার দরকার।

শিক্ষকতাকেও পেশা হিসেবে বেছে নেওয়া যায়। সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিয়ে স্কুল ও কলেজে ফিজিক্যাল এডুকেশনের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিতে পারেন। বেসরকারি স্কুলেও কাজের অনেক সুযোগ। প্রতিটি স্কুলেই শারীরশিক্ষার বিভাগ থাকে। প্রতি বিভাগে দু'-তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকেন। ফলে এই বিষয় নিয়ে পাশ করলে নিজের পছন্দমতো চাকরি বা স্বাধীন পেশা বেছে নেওয়া খুব কঠিন নয়।

নিজেকে ঠিকভাবে তৈরি করতে পারলে এই পেশায় ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল

সোনম রামচেরি, *ফুটবল কোচ, জার্মান ফুটবল অ্যাকাডেমি, কলকাতা, প্রাক্তন ছাত্র, লক্ষ্মীবাই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্যাল এডুকেশন, গোয়ালিয়র*

ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলা করতাম। প্লেয়ার হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বাড়ি থেকে খুব একটা সায় ছিল না। পরে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর এই ফিজিক্যাল এডুকেশন কোর্স সম্পর্কে জানতে পারি। এখানে পড়াশোনা, খেলা, চাকরি সবটাই একসঙ্গে পাওয়ার সুযোগ ঘটল।

এম পি এড কোর্স শেষ করে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের অধীনে ফুটবল কোচিংয়ের কোর্স করি। তারপর কলকাতার জার্মান ফুটবল অ্যাকাডেমিতে ফুটবল কোচ হিসেবে চাকরি শুরু করি। ফিজিক্যাল এডুকেশন নিয়ে পড়লে ফিজিক্যাল ফিটনেস এবং খেলা সংক্রান্ত যে-কোনও জায়গায় চাকরির সুযোগ থাকে। নিজেকে ঠিকভাবে তৈরি করতে পারলে এই পেশায় ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল হওয়ার সম্ভাবনা।

নতুন দিশা দেখাচ্ছে স্পোর্টস সায়েন্স

বারোর পাতার পর

করা যায়। এছাড়া দূরশিক্ষার এক বছরের কোর্স আছে।

যোগাযোগ: ৯৩৭১৪-৫৬৯২৯

● **দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়** *(ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড স্পোর্টস সায়েন্সেস)*

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিভাগ থেকে ফিজিক্যাল এডুকেশন নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি এবং পি এইচ ডি করা যায়।

যোগাযোগ: ২৫৬২-৪৭৫৩, ২৫৫৯-৩৪৯৭, ২৫৫৪-৯০০৩

● **অন্যান্য প্রতিষ্ঠান**

মণিপাল ইউনিভার্সিটি (☎৮২০ ২৯২২৯৫৩, ৮২০ ২৯২২৩৯০),
পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি (১৮০০১৮-০২০৬৫),
ইউনিভার্সিটি অব মাইসোর (০৮২১২৪-১৯৪৫০),
অ্যাকাডেমি অব স্পোর্টস অ্যান্ড ফিটনেস সায়েন্স (ASFS), কলকাতা (৯৮৭৪৩-২৬৫১৬) ও কিছু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেমন: **অ্যামিটি ইউনিভার্সিটি**তে ক্রীড়াবিজ্ঞান নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করা যায়।

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

আতিথেয়তা শিল্পে কেরিয়ার

হসপিটালিটি অ্যান্ড হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-সংক্রান্ত ডিগ্রি কোর্স পড়তে পারেন উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাশ ছাত্রছাত্রীরা। দিতে হবে একটি সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা।
এ বছরের পরীক্ষা ২৫ এপ্রিল। অনলাইন আবেদন করা যাচ্ছে এখনই।

নিজস্ব প্রতিনিধি: কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯-এ বিদেশি পর্যটকদের আগমনের হার বেড়েছে ৩.৫ শতাংশ। অতি সম্প্রতি একটি বেসরকারি রেস্তোরাঁ সলিউশনস কর্তৃক প্রকাশিত সমীক্ষার রিপোর্টে জানা গেছে, গত বছরের তুলনায় ২০১৯-এ ৪.৫ গুণ বেশি বার হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া করতে গেছেন ভারতের বড়-ছোট শহরের বাসিন্দারা।

এই টুকরো তথ্যগুলি থেকে সহজেই আন্দাজ করা যায় যে, পর্যটকদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে বিনিয়োগ বাড়ছে এ দেশের আতিথেয়তা শিল্পে। দেশি-বিদেশি পর্যটক, পেশা বা চিকিৎসার কারণে আসা মানুষদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠছে বিভিন্ন মানের হোটেল, রেস্তোরাঁ, বাড়ছে উড়ানের সংখ্যাও। এর ফলে এ দেশের আতিথেয়তা শিল্পে পেশাদার ও দক্ষ কর্মীর চাহিদা বাড়বে দ্রুত হারে। এই শিল্পে কেরিয়ার গড়তে চাইলে পড়তে পারেন হসপিটালিটি ও হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-সংক্রান্ত পেশাদার কোর্স।

এ দেশের আতিথেয়তা শিল্পে পেশাদার ও দক্ষ কর্মীর চাহিদা বাড়বে দ্রুত হারে। এই শিল্পে কেরিয়ার গড়তে চাইলে পড়তে পারেন হসপিটালিটি ও হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-সংক্রান্ত পেশাদার কোর্স।

হসপিটালিটি ও হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হবে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারিং টেকনোলজি এবং ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে। এই স্নাতক কোর্সটি পড়া যাবে ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট (আই এইচ এম)-সহ কাউন্সিল অনুমোদিত মোট ৭১টি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে।

ভর্তি নেওয়া হবে একটি সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। এই বছরের পরীক্ষা ২৫

এরপর পনেরোর পাতায়

কাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকলে উন্নতিও হবে দ্রুত

বনফুল বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভাগীয় প্রধান, হসপিটালিটি অ্যান্ড হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা*

হসপিটালিটি অ্যান্ড হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোর্সটি প্রকৃত অর্থেই বহুমুখী। কেন না, প্রশিক্ষিতরা শুধু হোটেল-রেস্তোরাঁতেই চাকরি পান না, চাকরির সুযোগ রয়েছে রিটেল ইন্ডাস্ট্রি, ট্র্যাভেল এজেন্সি, এয়ারলাইন্সেও। যাঁরা আতিথেয়তা শিল্পেই কেরিয়ার গড়তে আগ্রহী তাঁদের বলব চাকরি ও স্বনিযুক্তি উভয়েরই সুযোগ রয়েছে। কোর্স সম্পূর্ণ করার পর আগ্রহীরা ভাবতে পারেন ব্যবসার কথাও। ছাত্রছাত্রীদের ব্যবসা শুরু ও পরিচালনার ধারণা দেওয়া ও সাহায্যের জন্য প্রতিষ্ঠানে রয়েছে অন্ত্রেপ্রেনারশিপ সেল। ছাত্রছাত্রীরা যাতে পেশাদারি জগতের সঙ্গে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারে তার জন্যও বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। আধুনিক আদবকায়দা শেখানোর পাশাপাশি জোর দেওয়া হয় পার্সোন্যালিটি ডেভেলপমেন্টের উপর। ইংরেজির সঙ্গে শেখানো হয় ফরাসি ভাষাও। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন পজিটিভ মনোভাব, সপ্রতিভতা এবং অবশ্যই কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা।

ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজমেন্টে ভর্তি চলছে

নয়ের পাতার পর

টাকা। এর মধ্যে ১২,০০০ টাকা ভর্তির সময়ই দিতে হবে। বাকি ৩৯,০০০ কিস্তিতে দেওয়া যাবে।

কীভাবে ভর্তি

আগে এলে-আগে সুযোগ পদ্ধতিতে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। এখনই আবেদনপত্র ডাউনলোড করা যাচ্ছে এই ওয়েবসাইট থেকে http://www.nifsm.in/ আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি।

পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন—

✓ ফি বাবদ ১২,০০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। ডিমান্ড ড্রাফটটি 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজমেন্টের' অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় হতে হবে।
✓ প্রার্থীর ৫টি রঙিন ছবি।
✓ শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্রের দু'কপি নকল।
✓ এম বি বি এস ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট।
✓ স্কুল বা কলেজ লিভিং সার্টিফিকেটের মূল কপি।
✓ সচিত্র পরিচয়পত্র ও স্থায়ী বসবাসের প্রমাণপত্রের দু'কপি নকল।
✓ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট সার্টিফিকেটের দু'কপি নকল।

প্রার্থীর চালু ইমেল আই ডি থাকতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফট ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ পূরণ করা আবেদনপত্র ডাকে অথবা সরাসরি পৌঁছতে হবে প্রতিষ্ঠানের এই ঠিকানায়: National Institute of Fire and Safety Management, Dum Dum, Kolkata- 700 074.

বিশদ জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে: 72783-70846 / 85849-64096 / 90739-63575.

কাজের সুযোগ

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ম্যানেজমেন্টের হেড অব অপারেশনস, সুমনা বসু 'কর্মক্ষেত্রকে' জানালেন, প্রতিষ্ঠানে ক্যাম্পাসিংয়ের ব্যবস্থা আছে। এসার, ডি এল এফ, লার্সেন অ্যান্ড টুব্রোর মতো বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা নিয়মিত কর্মী নিয়োগ করে।

হেলথ অফিসার, সেফটি অফিসার, সেফটি এইচ ও ডি, সেফটি অডিটর, ফায়ার সেফটি অ্যাডভাইজর, ফায়ার টেকনিশিয়ান পদে কাজের সুযোগ আছে। দক্ষ পেশাদারদের চাহিদা রয়েছে কাগজ ও প্লাস্টিক শিল্প, কোল মাইন, তেল শিল্প, কনস্ট্রাকশন সংস্থা, শিপিং কর্পোরেশন, এয়ারফোর্স-সহ নানা ক্ষেত্রে। এছাড়া এই বিষয়টি নিয়ে উচ্চশিক্ষারও সুযোগ আছে। বি এসসি বা বি টেক কোর্স ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে স্পেশ্যালাইজেশন করা যায় উচ্চশিক্ষার জন্য।

বিজ্ঞাপন সংস্থায় বিবিধ চাকরির সুযোগ

নয়ের পাতার পর

আঁকার পাশাপাশি জানতে হবে মাল্টিমিডিয়া, ফোটোশপ, ইনডিজাইনের মতো কম্পিউটার সফটওয়্যার।

কপি রাইটার

বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি সাহিত্য নিয়ে পাশ করে কপি রাইটার পদের জন্য আবেদন করা যায়। সাহিত্যের জ্ঞানের পাশাপাশি সৃজনশীল লেখালেখি করার দক্ষতাও থাকা চাই।

ফোটোগ্রাফার

বিজ্ঞাপনের কাজে ফোটোগ্রাফির ব্যবহার অত্যাবশ্যক। যাঁরা ফোটোগ্রাফি নিয়ে পড়েছেন, বিশেষ করে প্রোডাক্ট ফোটোগ্রাফি, ফুড ফোটোগ্রাফি এবং ফ্যাশন ফোটোগ্রাফি— তাঁদের জন্য উপযুক্ত কাজের জায়গা বিজ্ঞাপন এজেন্সি।

বিজ্ঞাপন তৈরির কাজে যাঁরাই আসবেন আশপাশের দ্রব্য এবং তার বিজ্ঞাপন সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, রাজনীতি, জলবায়ুর পরিবর্তন এই সবকিছুর ব্যাপারে আপ-টু-ডেট থাকতে হবে। বিভিন্ন স্তরের মানুষের সম্পর্কে জানতে হবে। অন্যান্য এজেন্সি কী কাজ করছে, কী ধরনের ছবি, গ্রাফিক্স করছে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

গ্রাফিক ডিজাইনার

ফোটোগ্রাফ, আঁকা ছবি এবং লেখা কপি নিয়ে পুরো একটা বিজ্ঞাপন সাজিয়ে তোলার মূল কাজটি করেন গ্রাফিক ডিজাইনার। এর জন্য মাল্টিমিডিয়া, অ্যানিমেশন এবং বিভিন্ন সফটওয়্যারের জ্ঞান থাকা দরকার। খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিনের পেজ লে-আউটের ধারণাও থাকতে হবে।

মার্কেটিং এবং ব্র্যান্ডিং

বিজ্ঞাপনদাতা বা ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কথা বলে বিজ্ঞাপন জোগাড় করা, বিজ্ঞাপন সম্পর্কে ক্লায়েন্টকে ব্রিফ করা ইত্যাদির জন্য এমবিএ পাশ প্রার্থীদেরই সাধারণত অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

টিভি বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের জন্য

প্রিন্ট মিডিয়ার পাশাপাশি টেলিভিশন বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের জন্যও বিজ্ঞাপন বা অ্যাড ফিল্ম তৈরি করা হয়। প্রিন্ট মিডিয়ার বিজ্ঞাপনের থেকে এগুলি অনেকটাই আলাদা। অ্যাড ফিল্ম তৈরির জন্য দরকার একজন উপযুক্ত ডিরেক্টর ও সিনেমাটোগ্রাফার। যাঁরা ফিল্ম স্টাডিজ এবং সিনেমাটোগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তাঁদের জন্য উপযুক্ত চাকরির জায়গা হতে পারে বিজ্ঞাপন সংস্থা। অনেক বিখ্যাত চিত্র পরিচালকও জীবনের শুরুটা করেছিলেন অ্যাড ফিল্ম বানিয়ে।

সৃজনশীলতা থাকলে যে-কোনও বিষয় নিয়ে পড়েই বিজ্ঞাপনের জগতে কাজ করা যায়

নয়ের পাতার পর

পণ্যটি মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত নাকি উচ্চবিত্তের জন্য। তাঁদের মনস্তত্ত্বের দিকটা মাথায় রেখে বিজ্ঞাপন তৈরি করতে হয়। ধরুন, কোনও প্রসাধনী দ্রব্য, যার টার্গেট মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা, সেখানে যদি বিজ্ঞাপনের প্যাকেজিং এমন হয় যা দেখে মনে হতে পারে দ্রব্যটি অত্যন্ত দামি, তাহলে বিপদ।

বিজ্ঞাপনের মূল কথা কী হওয়া উচিত, সেটাও মাথায় রাখতে হয়। ঠান্ডা পানীয়র বিজ্ঞাপনে চমক বেশি থাকাটাই দস্তুর, কিন্তু সরষের তেল বা আটার বিজ্ঞাপনে 'খাঁটি' কথাটার উপর জোর দিতেই হবে। একই দ্রব্যকে বিভিন্ন কোম্পানি আলাদা করে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। যেমন ধরুন বিভিন্ন কোম্পানির আটা আছে, তাদের মধ্যে কোনও একটি কোম্পানির আটা কালার্স সর্টেক্স মেশিনে গম বাছাই হওয়ার পর ভাঙানো হয়। এই কালার্স সর্টেক্স মেশিনটিই তখন বিজ্ঞাপনের মূল কথা হয়ে দাঁড়ায়।

ফোটোগ্রাফার থেকে কপি রাইটার, মার্কেটিং পার্সোনেল থেকে ইলাস্ট্রেটর— বিজ্ঞাপন তৈরির কাজে যাঁরাই আসবেন আশপাশের দ্রব্য এবং তার বিজ্ঞাপন সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, রাজনীতি, জলবায়ুর পরিবর্তন এই সবকিছুর ব্যাপারে আপ-টু-ডেট থাকতে হবে। বিভিন্ন স্তরের মানুষের সম্পর্কে জানতে হবে। অন্যান্য এজেন্সি কী কাজ করছে, কী ধরনের ছবি, গ্রাফিক্স করছে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad

নিখরচায় পেশাদারি প্রশিক্ষণ

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের আওতায় নিখরচায় তিন পেশাদারি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে মহেন্দ্রনাথ ঘোষ এডুকেশনাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। প্রশিক্ষণ শেষে চাকরির ব্যাপারে সহায়তা পাওয়া যাবে প্রতিষ্ঠান থেকেই।

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিক্ষাগত যোগ্যতা যা-ই হোক, কর্মমুখী প্রশিক্ষণ নিয়ে পেশার জগতে পা রাখার সুযোগ আছে সকলের কাছেই। চিরকালই কাজ জানা লোকের চাহিদা আছে কাজের বাজারে। বর্তমান সময়ে পেশাগত দিক থেকে দক্ষ লোকের চাহিদা অনেক গুণ বেড়েছে।

প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করার পর সরকারি সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। চাকরির জন্য আলাদা করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং চাকরি পাওয়ার ব্যাপারেও প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা করা হবে।

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

নিখরচায় তিনটি পেশাদারি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেবে মহেন্দ্রনাথ ঘোষ এডুকেশনাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। ভারত সরকারের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ও এন্টারপ্রেনারশিপ বিভাগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কেন্দ্রীয় প্রকল্প 'প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা'র আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ট্রেডগুলি হল:
(১) ফ্রন্ট অফিস অ্যাসোসিয়েট
(২) ফিল্ড টেকনিশিয়ান (কম্পিটিটিভ পেরিফেরালস)
(৩) মেডিক্যাল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ।

কোনও কোর্সের জন্যই ফি লাগবে না। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাতায়াতের খরচ বাবদ ট্র্যাভেলিং অ্যালাওয়েন্স পাওয়া যাবে। ফ্রন্ট অফিস অ্যাসোসিয়েট এবং ফিল্ড টেকনিশিয়ান (কম্পিউটার পেরিফেরালস) কোর্স দু'টির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৩ মাস। দু'টি কোর্সের ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক।

মেডিক্যাল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ট্রেডে প্রশিক্ষণের মেয়াদ পাঁচ মাস। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট।

সব ক্ষেত্রেই প্রার্থীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে।

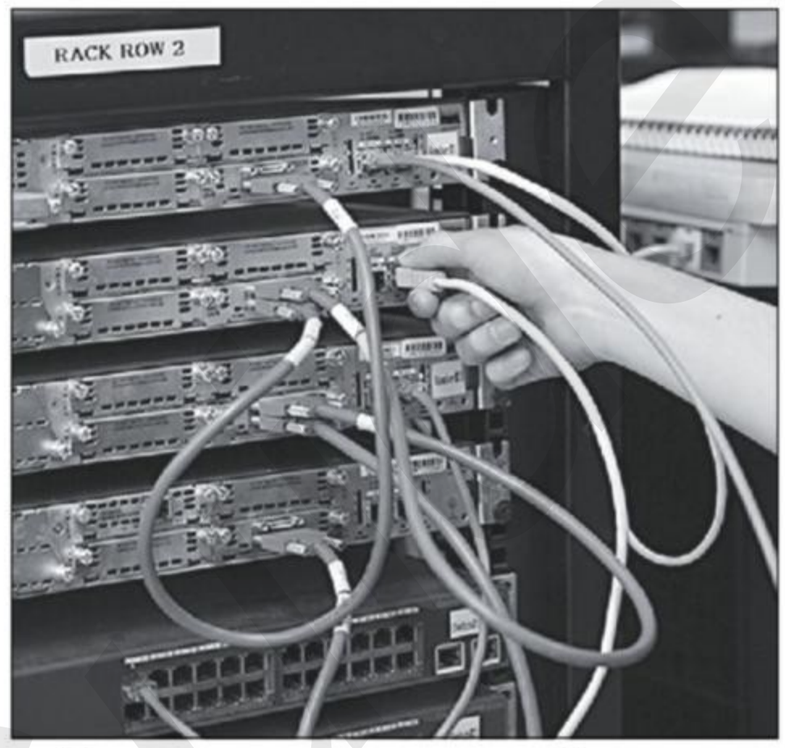

চাকরির সুযোগ

ফ্রন্ট অফিস অ্যাসোসিয়েট ট্রেডের প্রশিক্ষার্থীরা হোটেল, নার্সিং হোম এবং বিভিন্ন অফিসে ফ্রন্ট ডেস্ক রিসেপশন বিভাগে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন। ফিল্ড টেকনিশিয়ান (কম্পিউটিং অ্যান্ড পেরিফেরালস) ট্রেডে প্রশিক্ষিতরা প্রিন্টার, স্ক্যানার এবং অন্যান্য নেটওয়ার্কিং সরঞ্জাম ইনস্টলেশন এবং সিস্টেম সমস্যার (ট্রাবলশুটিং) সমাধানের কাজ করতে পারবেন।

মেডিক্যাল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ কোর্সে প্রশিক্ষিতরা বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থায় চাকরির জন্য বিবেচিত হবেন।

প্রতিষ্ঠানের তরফে জানানো হয়েছে, প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করার পর সরকারি সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। চাকরির জন্য আলাদা করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং চাকরি পাওয়ার ব্যাপারেও প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা করা হবে।

ভর্তির জন্য দরকার হবে: ● ৩ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো ● মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডের প্রতিলিপি ● শেষ পরীক্ষার মার্কশিটের প্রতিলিপি ● আধার কার্ডের প্রতিলিপি ● ব্যাঙ্কের পাসবইয়ের প্রথম দু'টি পৃষ্ঠার নকল ● পঞ্চায়েত বা পুরসভা থেকে মঞ্জুর করা রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেটের নকল।

ভর্তির জন্য এখনই যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: মহেন্দ্রনাথ ঘোষ এডুকেশনাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, গোলপার্ক ক্যাম্পাস, ১৩৪/১, সাদার্ন অ্যাভেনিউ, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২৯। গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের পাশে। ফোন: ৯০০৭৫-৫৩৪৫৬, ৭৯৮০৬-৭৫০০১।

আতিথেয়তা শিল্পে কেরিয়ার

চোদ্দোর পাতার পর

এপ্রিল। পরীক্ষা নেবে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদন গ্রহণ করার প্রক্রিয়া চলছে। এবারের প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে দেশজুড়ে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলির মোট ১১,৫১৫টি আসনে ভর্তি নেওয়া হবে।

কী পড়বেন

তিন বছর মেয়াদের এই কোর্সে ছাত্রছাত্রীদের বিশদে পড়ানো হয়— ফুড প্রোডাকশন, ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস, ফ্রন্ট অফিস অপারেশন, হাউসকিপিং, হোটেল অ্যাকাউন্ট্যান্সি, ফুড সেফটি অ্যান্ড কোয়ালিটি মেইন্টেন্যান্স, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট-সহ ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন বিভাগ, হোটেল অ্যান্ড ক্যাটারিং ল।

কোথায় সুযোগ

চাকরি হতে পারে হোটেল ও অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্রে গেস্ট বা কাস্টমার রিলেশনস এক্সিকিউটিভ পদে, হোটেলের কিচেন ও হাউসকিপিং ম্যানেজমেন্ট বিভাগে। ফুড প্রোডাকশন, বেকারি ও কনফেকশনারি বিভাগেও পাওয়া যায় চাকরি। ফাস্ট ফুড চেনের এক্সিকিউটিভ পদে, হাসপাতাল ও অন্যান্য সংস্থার ক্যাটারিং এক্সিকিউটিভ পদে, বিলাসবহুল জাহাজে ক্যাটারিং অফিসার শেফ পদে, হোটেলের মার্কেটিং বা সেলস এক্সিকিউটিভ পদে, অনলাইন ট্র্যাভেল সার্ভিস প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থায়।

কারা পড়বেন

যে-কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণরা এই কোর্স পড়তে পারেন। উচ্চমাধ্যমিকে অবশ্যই ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে। ১-৭-২০২০ তারিখে বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ ১-৭-১৯৯৫-এর পরে হতে হবে। তফসিলিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

এই বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মার্কশিট জমা দিতে হবে।

কোর্স ফি ৩,১৬,৭০০ টাকা। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ফি কিছু বেশি। ফি দিতে হবে সেমেস্টার পিছু।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাই করবে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এন টি এ)। পরীক্ষা ২৫ এপ্রিল (শনিবার)। পরীক্ষার সময় সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত। কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ৭ এপ্রিল থেকে ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.ntanchm.nic.in

পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস ধরনের মোট ২০০টি প্রশ্ন হবে নিউমেরিক্যাল এবিলিটি অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড, রিজনিং অ্যান্ড লজিক্যাল ডিডাকশন, জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ও অ্যাপ্টিটিউড ফর সার্ভিস সেক্টর বিষয়ে। ইংরেজি এবং অ্যাপ্টিটিউড ফর সার্ভিস সেক্টর বিষয়ে প্রশ্ন হবে যথাক্রমে ৬০টি ও ৫০টি। অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে বিষয়প্রতি ৩০টি প্রশ্ন হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪। নেগেটিভ মার্কিং আছে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র (ব্র্যাকেটে সিটি কোড নম্বর): কলকাতা (ডব্লু বি ১০) ও শিলিগুড়ি (ডব্লু বি ১১)। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কাউন্সেলিং হবে।

কীভাবে আবেদন

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.ntanchm.nic.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদন করা যাবে ২০ মার্চ পর্যন্ত। আবেদনের সময় আগে থেকে কম্পিউটারে জে পি জি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে রাখা প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের ফটো (১০ থেকে ২০০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং সই (৪ থেকে ৩০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৯০০ টাকা (তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও ট্রান্সজেন্ডার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪৫০ টাকা, আর্থিকভাবে অনগ্রসর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৭০০ টাকা)। প্রসেসিং চার্জ ও জি এস টি অতিরিক্ত। অনলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং বা ইউ পি আই বা পেটিএম-এর মাধ্যমে। ফি জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১ মার্চ।

অনলাইনে আবেদনের সময় একটি অ্যাপ্লিকেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি লিখে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে। অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করে সাবমিটের পর কনফার্মেশন পেজের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন।

প্রয়োজনে যে-কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন এই হেল্প ডেস্ক নম্বরগুলিতে: (০১২০) ২৪০০৮৫০/১, ৯৯৭১২-৬২৩৭১।

দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির তালিকা এবং খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

ট্রান্সপোর্টেশন ও লজিস্টিক ক্ষেত্রে লক্ষ কাজের সম্ভাবনা

তেরোর পাতার পর

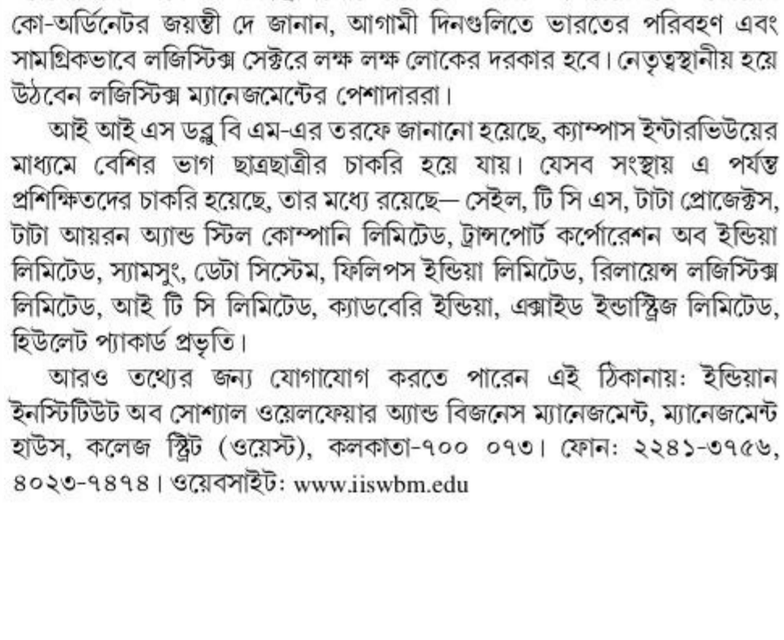

অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট, ওয়্যারহাউজিং অ্যান্ড মেটেরিয়ালস ম্যানেজমেন্ট, সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট, ইনফর্মেশন টেকনোলজি ইন ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসেস, মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট ও তার স্ট্রাটেজিক প্ল্যানিং প্রভৃতি।

চাকরির ব্যবস্থা

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট কোর্সের কো-অর্ডিনেটর জয়ন্তী দে জানান, আগামী দিনগুলিতে ভারতের পরিবহণ এবং সামগ্রিকভাবে লজিস্টিক্স সেক্টরে লক্ষ লক্ষ লোকের দরকার হবে। নেতৃত্বস্থানীয় হয়ে উঠবেন লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্টের পেশাদাররা।

আই আই এস ডব্লু বি এম-এর তরফে জানানো হয়েছে, ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীর চাকরি হয়ে যায়। যেসব সংস্থায় এ পর্যন্ত প্রশিক্ষিতদের চাকরি হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে— সেইল, টি সি এস, টাটা প্রোজেক্টস, টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি লিমিটেড, ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড, স্যামসুং, ডেটা সিস্টেম, ফিলিপস ইন্ডিয়া লিমিটেড, রিলায়েন্স লজিস্টিক্স লিমিটেড, আই টি সি লিমিটেড, ক্যাডবেরি ইন্ডিয়া, এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, হিউলেট প্যাকার্ড প্রভৃতি।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট হাউস, কলেজ স্ট্রিট (ওয়েস্ট), কলকাতা-৭০০ ০৭৩। ফোন: ২২৪১-৩৭৫৬, ৪০২৩-৭৪৭৪। ওয়েবসাইট: www.iiswbm.edu

Banglajobguide.blogspot.com T.me/BanglaJobGuide T.me/BangoSongbad